গৈ-গেরামের পালা

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

Scanned by CamScanner

গৈ গেরামের পালা
মঞ্চ নাটক
রচনাঃ সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
স্বত্বঃ ড.আফরোজা পারভীন
১ম প্রকাশঃ ১৯৮৬, উত্তরাধিকার পত্রিকা,
বাংলা একাডেমী
২য় প্রকাশঃ বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার
৩ য় প্রকাশঃ ই বুক, ২০২১,
ইবুক প্রস্তুতঃ সুলতান মুহম্মদ রাযযাক

গৈ-গেরামের পালা

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

চরিত্রলিপি

চিত্ত
নির্মল
লোকমান
আলেপ
নদশাই
দারোগ
মালতী
গ্রামবাসী

জেলে পাড়া। পড়ন্ত বেলা। চিত্ত জেলের আঙিনা—আধো বেলায় চিত্ত জেলে মাথায় চাউলের পুটলী, পিঠে মাছের টুকরী ও জাল নিয়ে প্রবেশ করে। নামায় সবকিছু—বারান্দায় বসে—মাথার গামছা খুলে বাতাস করে। উঁকি দেয় লোকমান মন্ডল।

লোকমান ॥ চেত্ত কি আইছিস নেহিরে—এরে চেত্ত, চেত্ত—

চিত্ত ॥ মন্ডলদাদা নেহি ? আসো, ভিতরি আসো—

লোকমান ॥ ছয়কাড়ির হাটে গিছিলেম, তোক তো দেখলেম না ?

চিত্ত ॥ কবে ?

লোকমান ॥ পশ্‌শুদিন।

চিত্ত ॥ গাঙডা মরি গেছে—মাছ পাওয়া যায় না। হাটে হয় কিনতি যাওয়া নাগে, নাহয় বেচতি—

লোকমান ॥ বেচাকিনার কি কিছুই ছেলোনা ?

চিত্ত ॥ চাড্ডে গুড়ে মাছ পাইছেলাম—তেমাথার পরতিন শ্যাখের বেটা কিনে নিল—তাই আর যাই নাই—

লোকমান ॥ উঠেনডায় ঝাড় দিসনে কদ্দিন ? কেম্বে ময়লা আবজ্জনায় ভরি গেছে—

চিত্ত ॥ ঘরে যদি লক্ষী না থাহে—ঘরের ছিরি থাহে কেম্বে। বুঝলে মন্ডলদাদা—

লোকমান ॥ ক'—

Scanned by CamScanner

চিত্ত ॥ নিম্মলের মা যেদিন ম'লো, সেদিনতিন এবাড়ীৎ উলদ পড়েনা—সন্ধে বাত্তি জ্বলে না—।

লোকমান ॥ ছেইলে বটেক তোর। যাতরা হরে ফারতা। আক্কেল, আক্কেল—মাওডা মরি গেছে,বুড়ো বাপতো আছে—এগুনো কি মানুষিক কয়ে দিতি হয়—এ্যাঁ—

চিত্ত ॥ কপালের নাম গুপাল—আমি ধুকি ধুকি মরি যাচ্ছি—সে ভাসান যাত্রার গায়ান গায়া বেড়াচ্ছে—।

লোকমান ॥ কোনে গো—?

চিত্ত ॥ হেই চিথুলিয়ায়—মন্দিরির সামনে চৈত্ পুন্নিমাত্তির্ণ মেলা নাগেছে—।

লোকমান ॥ জুয়েন ছেইলেপেলের পায় বেড়ী দিতি চাও তো বিয়ে দ্যাও—এরে চেত্ত—

চিত্ত ॥ হুঁ

লোকমান ॥ এইবার বাড়ীৎ আসলিই এটা বিয়ে দিয়ে দে—

চিত্ত ॥ হে—হে—হে—মন্ডলদাদা, তার বিয়ের কতা কওয়ার আগেই সে যা কইছে—

লোকমান ॥ কি কইছে—?

চিত্ত ॥ কইছে, ঘরে যদি মাও জননী না থাহে বাবা, ঘরে সুখ থাহে না—আরাটা বিয়ে হরো—

লোকমান ॥ হা-হা-হা-ছেইলেডা তোর পাগলের চেত্ত-না হলি বাপেক কয় বিয়ে হরো—হা-হা-হা-

চিত্ত ॥ দ্যাহোতো কতার ছিরি—।

লোকমান ॥ এরে চেত্ত—

চিত্ত ॥ কও দাদা—

লোকমান ॥ তোগরে হলদার পাড়ায় মেলা মানুষই আছে—আমাক শেরেন্ধা ভক্তি সগলেই হরে-কিন্তুক বিশ্বেস ক'ল খালি তোকই হরি—

চিত্ত ॥ তা আমি বুঝতি পারি দাদা—

লোকমান ॥ জরুলী এটা আলাপের জন্যি তোর কাছে আইছিরে চেত্ত—

চিত্ত ॥ জরুলী আলাপ ছাড়া কি আসপেনা—?

লোকমান ॥ না তা কচ্ছিনে—

চিত্ত ॥ তে—

লোকমান ॥ তোর কাছে আসতিই হবি—আমার জীবনে যতটুকু উন্নতি হয়েছে, সবই তোর বুদ্ধি পরামর্শে—

চিত্ত ॥ আমি আর কি হরলাম দাদা, তুমার টাহা ছেলো, হলদারগরে সম্পসম্পত্তি কিনছ্যাও—কও, কি কব্যা—

লোকমান ॥ তোগরে নিশিন্দি হলদার টাহা ধার চায়—দেবো নেহি—?

চিত্ত ॥ কত টাহা ?

লোকমান ॥ এই আজার পাঁচেক—এটা বলে নাউ বানাবি আর বেড়জাল—বড় গাঙে মাতি চায়—

চিত্ত ॥ হুঁ—

Scanned by CamScanner

লোকমান ॥ দেবো নেহিরে— ?

চিত্ত ॥ তোমার মেয়েছে—

লোকমান ॥ ধরেক একই জাগায় থাহি, আমার টাহা আছে, আরেকজনের নাই—থাকতি না কই কেম্বে—

চিত্ত ॥ দিতি চাও দেওগা—।

লোকমান ॥ নিশিন্দি কয়ছে, উয়্যার ভিটে বাড়ীটুক বন্দক রাখপি—তোর কাছে না শুনে—

চিত্ত ॥ কি শুনতি চাও ?

লোকমান ॥ অন্য মানষির কাছেত্তিন টাহা পয়সা নেছে নেহি—

চিত্ত ॥ আমি ঠিক জানে—

লোকমান ॥ দাদারে, তুই ইটু ভালো হরে খোঁজ খবর দিবি—জানিসই তো টাহা দয়সা আমি কত কষ্ট হরে কামাই হরিছি— !

চিত্ত ॥ ঠিকাছে, খোঁজখবর নেবোনে—

লোকমান ॥ আমারতো বাই নাই—তুই আপন বাই—তোর হাত ধরে এটা কতা কই, এই যে গাঙের ধারে তোর ভিটে বাড়ী, তোর পরেত্তিনই আল্লার মর্জি আমার জা'গা—নিজির দ্যাশ গিরাম, বাপমার ভিটে বেচে এণ্ডিয়া যাসনে বাই—।

চিত্ত ॥ কিযে কও মণ্ডলদাদা, এণ্ডিয়া যায়া কি হরবো—আমরা হলদার ভিটেমাটি ছাড়া জা'গাজমি নাই—ওহ্যানে যায়া কি হরবো কও ?

লোকমান ॥ এ কতা বোঝে কয়জন। এটা কতা মনে পরি আমার খালি আঁস চাপত্যাছেরে—

চিত্ত ॥ খাড়াও—(উঠে যায়, বেড়ায় লটকানো হুঁকো সেজে আনে।)

লোকমান ॥ মনডা চাচ্ছিলোরে চেত্ত—মনের কতা তুই বুঝতি পারিস—

চিত্ত ॥ আমারো মনডা চাচ্ছিলো—কও কি কতি চাচ্ছিলে—?

লোকমান ॥ ঐ তোর ছেইলেডা, নিজি জুয়েন মরদ বিয়ে ইরা ফরজ, সেই কিনা কয়, বাবা তুমি বিয়ে হরো-হে-হে—

চিত্ত ॥ আমি কি অতো পাগল নেহি—। আচ্ছা মণ্ডল দাদা—

লোকমান ॥ ওহ্—

চিত্ত ॥ ধরো আমি যদি এটা বিয়ে হরেই ফেলি, তা কি বেমানান অবি ?

লোকমান ॥ তোর কি মেয়েছে আছে ?

চিত্ত ॥ না, ধরো এম্বেই কলেম।

লোকমান ॥ মেয়েছে যদি থাহে, যদি মনে হরিস সুংসারের জন্যি বিয়ে দরকার, টাহা পয়সা যা খয়খরচা আমিই দেবোনে—

চিত্ত ॥ আচ্ছা মণ্ডলদাদা, মানুষ সবকিছু ভুলে যায় না ?

লোকমান ॥ কেম্বে ?

চিত্ত ॥ নিম্মলের মা—পনের বছর একসাথে ঘর সুংসার হরিছি, ছাওয়ালডা হলো—মানুষ হরলাম—সবকিছু মিলান হয়া গেল। ঝগঝগা দিন অবতার সেই জেবন আঁধার হয়া গেল— !

লোকমান ॥ আহা-হা-সব কতা মনে হরে দিলু— ।

Scanned by CamScanner

চিত্ত ॥ মণ্ডলদাদা, তোমার তো পয়লা বউডা মরি গেছে—

লোকমান ॥ ছেইলে অতি মরি গেছে—

চিত্ত ॥ তার কতা তোমার মনে পড়ে না ?

লোকমান ॥ আহা, বউ ছিল আমার পয়লা বউই। তে ঠিকই কইছিস, সেম্বে আর মনে পড়ে না—খালি বিষ্যুদবার বিষ্যুদবার মনে পড়ে—

চিত্ত ॥ বিষ্যুদবার, বিষ্যুদবার হ্যা—?

লোকমান ॥ ঐযে, ছয়কড়ির হাটে যায়া শালা সুমন্দির নগে দ্যাহা অয়—। যহনই তারা সালামালেকম দেয়—ধক্ করি বউডার কতা মনে অয়া যায়। সব মনে পড়ে যায়রে চিত্ত, সব মনে পড়ে যায়—চারদিককার আঁধারে খালি পয়লা বউডার মুখ-খ্যান ভাসে। বাড়ীৎ যায় নোতুন বউগুনেক দেখলি সব ভুল অয়া যায়...(শাঁখ বাজে) নে, বাত্তিডা জ্বলা—আঁধার অয়া গেল—।

চিত্ত ॥ ওহ্—বোস—(ঘরের ভেতর থেকে বাতি ধরিয়ে বাইরে আসে) আবার ভাত নান্তি হবি মণ্ডলদাদা—

লোকমান ॥ বিয়ে হরা তোর ফরজ—এত কষ্ট কি হরা যায়—।

চিত্ত ॥ আর বাঁচপোইবা কদ্দিন—

লোকমান ॥ তাই বলে তো আর কষ্ট হরা যায় না। (অন্ধকারে গদা হলদারের নাত্নী মালতী সারা গায়ে কাপড় জড়িয়ে বাড়ী বাড়ী ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। মালতী এসে ঘরের পাশে অন্ধকারে দাঁড়ায়।)

লোকমান ॥ এরে চেত্ত—

চিত্ত ॥ কও দাদা—

লোকমান ॥ পেচ্ছাব হরি কোনদিক ক'তো—

চিত্ত ॥ এ ঘরের কিনারেই বসে পড়—আমি ভাতের যোগাড় হরতি থাহি—বড় ক্ষিদে নাগেছে—(লোকমান এগিয়ে যায়, মালতী আরো লুকায়—অকস্মাৎ বেরিয়ে আসে।)

লোকমান ॥ ওরে বাবা, ভূত—ভূত—লাইলাহা...

চিত্ত ॥ কি হলো, কি হলো— ?—কিডা—কিডাগো— ?

লোকমান ॥ লাইলাহা...(মালতী চিত্তের দিকে এগিয়ে আসে)

চিত্ত ॥ আচ্ছা, আচ্ছা তোমার ভূতগিরি ছুটা দিচ্ছি—(কাপড় ধরে টান দেয়, মালতীর মুখ বেড়িয়ে পড়ে—দৌড়ে পালায়) হা—হা—হা—মণ্ডলদাদা ভয় পাইছ্যাও না— ?

লোকমান ॥ নারে, ভয় পাই নাই, হঠ্যাৎ মারি ঘাড়ের পর আসি পড়ায়, ঠ্যাং দুইহ্যান ইটু কাঁপি উঠছিল, ও কিডারে— ?

চিত্ত ॥ গদা হলদারের নাত্নী, মেয়ির মেয়ি...বেড়াতি আয়ছে—।

(আলো নেভে)

শালিশ বসেছে। বেশকিছু লোক উপস্থিত। বিচারক লোকমান মণ্ডল।

লোকমান ॥ শালিশীর বিবাদী দারোগালী যা ক'লো—শুনছ্যাও সব। তা দারোগালী তুই আমার জমি বর্গা চায় হরিস, তা হলিউ আমি তো আর অন্যায়কাম হরতি পারিনে—।

Scanned by CamScanner

দারোগ ॥ আমি অন্যায্যকাম হরতি কচ্ছিনে, আপনেরা বিবেচনা হরে দ্যাহেন, অন্যায় আবদার হরতিছিন্যা—

লোকমান ॥ ধম্মের বিধানে যা আছে তাই হবি—আলেপ, এদিক আসো—তোমার সাথে ইটু গোপন আলাপ সাড়ে নেই—।

আলেপ ॥ আসতেছি দাঁড়ান—(উঠে যায়—কানে কানে কথা হয়—আলেপ জেদ, জেদ—আচ্ছা, আচ্ছা—শব্দ করে)

লোকমান ॥ তোমরা যারা হ্যানে আছেও, সগলেই শুনছ্যাও—দারোগালী কয়ছে—সে তিন বার তালাক কয়া তালাক দেছে—এহন আলেপ মোল্লা তুমি বয়ান হরো—।

আলেপ ॥ নিয়মে আছে, তিনবার যদি তালাক তালাক কওয়া যায়, তালি বায়ান তালাক হয়। এই তালাক দেওয়া বউ আবার ঘরে তুলে নিতি হলি, আরেকজনের সাথে নিহে দিতি হবি। সেই জা'গায়, তিনমাস দশ দিন ঘর সংসার হরার পর—সেহেনে তিন তালাক নিয়ে, তেয়গা ঘরে তোলা...।

দারোগ ॥ আমি রাগের মাতায় তালাক তালাক কইছেলাম—ইডা আমার অন্তরের কতা না—।

লোকমান ॥ মানষির অন্তরে রাগের পয়দা হয় কহন। যহন তার উপেরে শয়তানের আছর হয়—মানুষ হলো আশরাফুল মখ্‌লুকাত—বুদ্ধিবিবেচনার জীব। এই বুদ্ধি বিবেচনা থাকতি যে ব্যক্তি শয়তানের আছরে পরে শয়তানী হরে—তার শাস্তি হওয়া দরকার।

আলেপ ॥ ঠিক—

নুশাই ॥ অবশ্যিই ঠিক—শয়তানী হরলি শাস্তি হওয়া দরকার—

আলেপ ॥ ঠিক, ঠিক—

দারোগ ॥ আমার অন্তরের কতাডা শোনেন আপনেরা—

লোকমান ॥ অন্তরের কতা অন্তরে রাহো—সমাজের নিয়েম কানুন আলাদা—পাঁচ গিরামের মানুষ শুনে ফ্যাল্‌ছে—তুমি তোমার বউ তালাক দিছ্যাও—

নুশাই ॥ তারপরও সেই বউ নয়ে তিনদিন ঘর সংসার হরেছে—আমরা যদি এই শালিশ না ডাকতাম, তালি সমাজের মদ্দি এই রকম অপকম্ম চলতিই থাকতো—।

লোকমান ॥ তালাক দেওয়া বো'র নগে সংসার চলে ?

আলেপ ॥ নাজায়েজ, নাজায়েজ—

সমবেত ॥ হয়, হয় নাজায়েজ—(ইত্যাদি গুঞ্জন ওঠে)

লোকমান ॥ বিল নষ্ট হরে পানা, আর গাঁও নষ্ট হরে কানা, এই দারোগালীর মত ছেইলেরা দেশ গিরাম শ্যাষ করে ফেল্লো—।

আলেপ ॥ যে সমাজে এই রকম আকাম কুকাম হয়, সেহেনে রহমত আসপি কোনতিন—দারোগালী যে নাজায়েজ কাম করিছে, তার শাস্তি চাই আমরা—

নুশাই : হয়, শাস্তি চাই আমরা—

লোকমান ॥ থাম্—। শাস্তি যদি দিতি চাই, তালি শাস্তি অয়, বুক সমান মাটিৎ পুতে পাথর মারা। আমি অতো বড় শাস্তি দিতি চাইনে। এটা সত্যি কতা জানতি চাই—তালাক দেওয়ার পরে বোর নগে একসাথে ছিলি ? কতা ক'সনে

Scanned by CamScanner

হ্যা, মোছলমানের বাচ্চা যদি হোস, কুরান যদি মানিস—পেত্যেক মোমিন মোছলমানের মাতাডা হলো কুরান—ঐ মাতাডা ছুঁয়ে ক'—।

আলেপ ॥ এই দশজন মানষির মধ্যি যদি সত্যি কতা না ক'স দারোগালী—আল্লা যিন মোছলমানের খাতাত্তিন তোর নাম খারিজ করে দেয়—।

নুশাই ॥ কও, সত্যি কতাডা কও—

দারোগ ॥ ছেলাম—।

লোকমান ॥ কতবড় অন্যায় হরিছিস দারোগালী, নিজিই হিসেব করে—দ্যাখ—আল্লা যিন তোর গোনাগাতা মাফ করে দেয়। যাহোক, দারোগালী এই গিরামেরই ছেইলে—আমি জানি, উয়্যার জেবনে এডাই পয়লা ভুল। এই হিশেবে—আমি এটা কতা ক'তি চাই—

আলেপ ॥ কন, কন—

নুশাই ॥ আপনে যা ক'বেন তাই হবি—(হুঁকা টানতে টানতে চিত্ত জেলের প্রবেশ)

চিত্ত ॥ জটীল শালিশ গো মণ্ডল দাদা—

লোকমান ॥ হয়—

চিত্ত ॥ গাঙের কাঁধায় মাতা টালা হরা ফুরফুরে বাতাস—ইটু ঠাণ্ডা মাতায় বিচের হরো—

লোকমান ॥ বিধেনে যা আছে তাই অবি—।

নুশাই ॥ এহন বিচেরের কতা কন।

লোকমান ॥ ঘর সুংসার যা হরেছে, হরেছে।—ধরিনে। কিন্তুক বউ যদি ফিরে চাস—বো'র অন্য জা'গায় নিহে পরা দে—।

দারোগ ॥ আমার সহ্য অবিন্যা—উয়্যাক আমি খুব বালোবাসি!

লোকমান ॥ বালোবাসিস! তালি কোন দেলে ঐ অবলা মিয়েডার জানে দুঃখু দিলু!

দারোগ ॥ ভুল করিছি।

লোকমান ॥ ভুল করিছিস, শাস্তি ভোগ কর—

সমবেত ॥ হয়, হয়—

লোকমান ॥ এরে দারোগ, ইডা এমন কিছুন্যা। তোর কি এমন বন্দু টন্দু নাই—যাক অন্তর দিয়ে বিশ্বেস হরিস—যার কাছে মাত্তর তিন মাস দশ দিনির জন্যি, জিম্মা থুলি—আমানত রাখলি—

চিত্ত ॥ এমন লোক কি দুনিয়ায় আছে দাদা—

লোকমান ॥ তুই যে কি ক'সরে চেত্ত, দুনিয়ায় যদি বালো মানুষ না থাহে, দুনিয়া চলে? না কি কও তোমরা—?

নুশাই ॥ নেশ্চয়ই, নেশ্চয়ই—

দারোগ ॥ ইয়ে ছাড়া কি উপায় নাই?

আলেপ ॥ নাহ্—!

লোকমান ॥ উপায় নাই, উপায় নাই। দুঃখ হলো জেবনের ভুলভ্রান্তির শাস্তি—মানতিই হবি—চেত্তরে—

চিত্ত ॥ উঁহু—

Scanned by CamScanner

লোকমান ॥ তুই যে ক'লি দুনিয়ায় বালো মানুষ নাই—ক্যা, আমাক চিনিসনে, আমার কাছে কত মানুষ টাহা পয়সা, জমিজমা, গয়নাগাটি আমানত থোয়ছে—আমি কারো আমানতের খিয়েনত করিছি না? শোন ঐ আবেদালীর কাছে, শোন ঐ বক্কারের কাছে—

নুশাই ॥ আমরা সবই জানি। অন্যায় হরলি আজ আপনে ট্যাহার গদিৎ বসে থাকতেন!

আলেপ ॥ বিধেনের হিশেবে বৌ নিহে দিতিই হবি—তুই কি সত্যি বৌ ফেরত নিতি চাস্—?

দারোগ ॥ হয়, আপনেরা সেই ব্যবস্থা হরেন—।

আলেপ ॥ তালি আমি এটা লোহের কতা কই—সে লোকটা যদি তোর বউডাক নিহে হরে—আমার মন কয় কোন ক্ষতি অবিলয়—।

দারোগ ॥ কিডা সে—?

আলেপ ॥ আমি মণ্ডল বাইয়ের নামডা কচ্ছি—।

নুশাই ॥ ঠিক কইছ্যাও—

লোকমান ॥ না, না, না একি কতা ক'স তোরা—আমি অতবড় দায়িত্ব নিবের পারবোননে—অন্য মানুষ দ্যাখ তোরা—সব্বোনাশ, এতোবড় আমানত— ।

নুশাই ॥ না, মণ্ডল বাই, দারোগালীর এই বেপদের সুমায় আপনে ছাড়া কোন মানুষই আমরা দেখতিছি ন্যা— ।

লোকমান ॥ না বাই, মাফ করু তোরা, এতো জমি জমা লয়, ট্যাহা পয়সা লয়—মেয়িমানুষ পারবোননে, আমি পারবোননে—তোরা মানুষ দ্যাখ—(বোবা মেয়ে মালতী কৌতুহল বশত পিছনে এসে দাঁড়ায়)

দারোগ ॥ (কেঁদে মণ্ডলের কাছে মিনতি জানায়) না বাই, আপনের আতে ধরি, আমাক এই বেপদেরত্তিন উদ্ধার হরেন—আজ কয়দিন আমার জানে শান্তি নাগে না—।

লোকমান ॥ আল্লা, তুমি আমাক একি বেপদে ফেল্লে—

দারোগ ॥ বাই, আপনের পায় ধরি—

নুশাই ॥ রাজী অয়া যান মণ্ডল বাই—

আলেপ ॥ রাজী অয়া যান—

লোকমান ॥ আচ্ছা, মেয়িডার কাছে আমার নিহের প্রস্তাব নয়ে যাও, সেকি কয়—

আলেপ ॥ আমি যাত্যাছি—(প্রস্থান)

লোকমান ॥ আল্লা মানষিক এই দুনিয়ায় পাঠায়ছে—বুঝলিরে চেত্ত—

চিত্ত ॥ হহ্—

লোকমান ॥ দিন দুনিয়ায় আল্লা মানষিক পাঠায়ছে পরীক্ষের জন্যি। এই পরীক্ষেৎ যে পাশ করতি পারে সেই হলো মানুষ, আর যে পাশ হরতি পারে না—তার পরকালে গোর আজাব। আল্লারে, আমার ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তুক সগল মানুষ মিলে আমাক পরীক্ষের সামনে খাড়া হরে দিলে—জানিনে তোমার কি ইচ্ছে আছে। তুমি আমাক সুপথে রাহো—মনে বল দেও আল্লা—আমি যিন এই পরীক্ষেৎ পাশ হরতি পারি—। (আলেপ প্রবেশ করে)

আলেপ ॥ বব্বর মিয়ে মানুষ!

Scanned by CamScanner

লোকমান ॥ কি কয়—?

আলেপ ॥ কয়, অন্য মানষির সাথে নিহে দেওয়ার চায় দারোগালীর সাথেই আবার নিহে পড়া দেন—।

চিত্ত ॥ তাই দিয়ে দেও—

লোকমান ॥ অয় না, অয় না। ধম্মের বারণ অবলা মিয়ে মানষিৎ কি বোঝে ? আমাগরে বিচের শালিশি ডাহেছে নিধেন মতে যতোডা পারি মাফসাফ হরে কতা কত্যাছি—সেকি আমারে চায় বেশী বোঝে !

দারোগ ॥ আমার সাথেই নাঅয় নিহে পড়া দেন—।

লোকমান ॥ এতোগুনে মানষির সামনে নিয়েমের বিরুদ্ধে তোরা যদি কতা ক'স দারোগালী—তালি আমি কই—তালাক দেওয়ার পর সেই বো'র নগে ঘর সংসার মানে—

আলপ ॥ জেনা হরা—

নুশাই ॥ তার শাস্তি হোক—দুইজনেরই শাস্তি হোক—

সমবেত ॥ শাস্তি হোক—

লোকমান ॥ মেয়িডাক দরবারের রায় জানায়ে দেও—(আলেপ ভেতরে চলে যায়) এই গিরামে বসবাস করি আমরা, আমরা চাইনে হ্যানে জেনার মত আকাম হোক। তোমরা যারা উপস্থিত আছেও, তোমাগরে নিজির শাস্তির জন্যি আজকের বিচের হরো—কি কও ?

নুশাই ॥ শাস্তি দিতিই হবি—। (আলেপ প্রবেশ করে)

আলেপ ॥ সে কত্যাছে, দারোগালী যদি নিহেৎ রাজী থাহে—তালি সে রাজী—

লোকমান ॥ তালি দারোগালী কি কয় এহন—

নুশাই ॥ কও, তোমার মনের কতাডা কয়া দেও—

আলেপ ॥ কও, কও আমাগেরে সুমায় নেই—

দারোগ ॥ আপনেরা যা ভালো বোজেন, তাই হরেন—

লোকমান ॥ আমাগেরে কতা বাদ্দে—তোর কতা তুই ক'—

দারোগ ॥ রাজী—

লোকমান ॥ আল্‌হামদোলিল্লাহ—(পিছনে মালতী আরো উৎসুক হয়ে এগিয়ে আসে—আলেপের চোখে পড়ে)

আলেপ ॥ হেই ঘুড়া, শয়তানের ঘুড়া-হেট্‌, হেট্‌—

চিত্ত ॥ হেই, তুই হ্যানে হ্যা—চলি যা—চলি যা—আয়নাদ্যা দেখ্‌গা কত বড্ডা হইছিস—

(মালতী ভেংচি কেটে চলে যায়)

নুশাই ॥ তালি আমি কই—এই দরবারেই নিহেডা সাড়ে ফেলো—

আলেপ ॥ হয়, হয়—ঝামেলা রাহে লাভ নাই—বিসমিল্লা—(টুপী বের করে মাথায় দেয়) বিসমিল্লাহের রহমানের রহিম—দেন মণ্ডল বাই টুপীডা মাতায় দেন—(লোকমান টুপী খোঁজে)

লোকমান ॥ টুপীতো নাই—এরে চেত্ত—

চিত্ত ॥ কি দাদা—

Scanned by CamScanner

লোকমান ॥ তোর গামছাডাই দে—

নদশাই ॥ ধদরদ—গামছা মাথায় দ্যা কি বিয়ে অয়—!

লোকমান ॥ ঐ অবিনি—দে—(গামছা নিয়ে মাথায় দেয়)

আলেপ ॥ আমি তালি শদরদ হরি দেলাম—

নদশাই ॥ দেও—সগলে ঠিক অয়া বসো—

আলেপ ॥ আমার সাথে দদইজন সাক্ষী আসো—(নদশাই ও আরেকজন সহ কলেমা পড়তে পড়তে প্রস্থান)

চিত্ত ॥ মণ্ডল দাদা, মদহিতো রদমাল দিলে না—(দারোগালী তখন ফদপিয়ে কাঁদছে)

লোকমান ॥ রদমাল নাই কাছে—ও দারোগালী, তুই আমার জানের বাই, কাঁদিসন্যা, কাঁদিসন্যা—আমি ছাড়ি দেবো—তিনমাস দশদিন গেলিই ছাড়ি দেবো—কাঁদিসন্যা—(গদরদ দোহাই তোমার মনকে আমার/নাওগো সদপথে—গাইতে গাইতে নির্মল প্রবেশ করে) ফদলের মালা গলায় —সাইড ব্যাগ কাঁধে।)

চিত্ত ॥ আরে নির্মল—!

নির্মল ॥ বাবা, বাবা—!

চিত্ত ॥ আয়, আয় বাবা,—(কোলাকুলি করে)

নির্মল ॥ চিথদলিয়ার মেলা শ্যাষ—তোমার আশিববাদে, ইবারও পেরাইজ পাইছি বাবা—

চিত্ত ॥ সব কতা শোনবোনে—চল—

লোকমান ॥ চেত্ত, ইডা শ্যাষ না হরেই যাতিছিস—?

চিত্ত ॥ আসতেছি—

(আলো নেভে)

(চিত্ত জেলের আঙিনা। চিত্ত ও নির্মল কথা বলছে। সময় সকাল।)

নির্মল ॥ না, না গো বাবা, যাত্রা গায়ান আমি ছাড়তি পাম্বো না—দ্যাশে, কামকাজের সাতে সাতে গায়ান বাজনার খদবই দরকার—

চিত্ত ॥ নারে বাপদরে, মানষি খারাপ কয়—কয়, যে হরে যাত্‌রা—সে নেহি ফাত্‌রা—

নির্মল ॥ মদরখদর দল না কয়। গায়ান বাজনা মানষের দেল্‌ সাফ হরে। ভাসান্‌ যাত্‌রার পালাকার দ্বিজ বংশীদাসের আমলে পথেঘাটে বিল বাওড়ে ডাহাতির ভয় ছিল সাংঘাতিক। সেই সদময়, পালাকার দ্বিজ বংশীদাস, একবার গায়ান বাজনা হরে বাড়ীৎ ফিরতেছে—হঠাৎ, জংগলের মদ্যি দদই দস্যু যমের মতন সামনে আসে খাড়ালো। তাগরে মাথায় জট, কপাল সিঁদরির ফদটা। হাতে রক্ত মাখা ইয়া বড় খড়গ, রাম দাউ। দস্যু কেনারাম, বেচারাম। তাগরে দেহে তো পালাকারের পিলে চদমকে গেল—সববনাশ, আজতো আমার জেবনের পরিণতি ঘটতেছে। ঠিক আছে দ্যাহা যাক, কি হয়—(শোনার আগ্রহ প্রকাশ করে চিত্তের আচরণ) দ্বিজ বংশীদাস নম্র কণ্ঠে ক'লো—তা, বাবাজীরা কি চাও? তারা তো হাঁড়ে গলায় চিক্কার দিয়ে ক'কলো—আমরা মা কালীর ভক্ত, চাই তোমার ধন সম্পত্তি, টাহা পয়সা—সাথে তোমার নক্ত, তোমার জান। দ্বিজবংশীদাস মনে মনে ভাবে সব্বর্নাশ—আজকে তো আমি শ্যাষ হয়া যাত্যাছি। ক'লো—বাবাজীরা

Scanned by CamScanner

যা চাও, পাবে, অসুবিধা নাই। তবে এই জেবনে টাহা পয়সা, ধন-সম্পত্তি কোনো কিছু ভালোবাসি নাই। কর্ম ক্লান্ত মানুষের জেবনে আনান্দ বিতরনের জন্যি গায়ান গাই—গায়ান ভালোবাসিচি, বুঝতিছি, আজ আমি জেবনের পরিণতিৎ আসে খাড়াইছি, তাই—এই মরনের সুমায়, এ জন্মের মত ইটু গায়ান গা'বের চাই। এই কতা শুনে তো দস্যু কেনারাম বেচারাম হা—হা—করি হাঁসে ফেল্লো—

চিত্ত ॥ হাসারই কতা,—মরনের সুমায় কেউ গায়ান গা'তি চায়—?

নির্মল ॥ সেই কতা দস্যু কেনারাম বেচারামও ক'লো—ক'লো, তোমার সাওসের বলিহারি গো ঠাকুর—মরন সাগরের পাড়ে খাড়ায়া তুমি গায়ান গা'তি চাও—। গাও তো দেহি—দ্বিজবংশীদাস গায়ান শুরু হরলো—ভাসান পালা—

চিত্ত ॥ তারপর—?

নির্মল ॥ রাত শ্যাষ হয়াগেল, গায়ান চলতেছে, দিন গুজরে গেল গায়ান চলতেইছে—দ্বিজবংশীদাসের চক্ষু বায়া আবেগের অশ্রু ঝরে পড়তেছে। আর হিমেলয় পাহাড়ের মতন ঐ যে দুই পাষাণ কহন যে গলে মানস সরোবর হয়া গেছে—তহনো ঠিক পায় নাই। ঠিক পালো তহন, যহন গায়ান শ্যাষ হ'লো—ক্যারে অন্তরডা এম্বে হ'লো ক্যা—? বুঝতি পারে না—সাড়াজেবনের পাপ, তারা চোক্ষির সামনে দেখতি নাগলো—দুইজনে উপুর হয়া প'লো বংশীদাসের চরনে—কাঁন্দে কাঁন্দে ক'তি নাগলো—ঠাকুর, তুমি আমাগেরে দীক্ষা দেও ঠাকুর, এই আঁধারি অন্তরে আলো দেও—আলো দেও ঠাকুর—

চিত্ত ॥ ঠাকুর দেবতার কতাতো বালোই শিখছিস—তারপর—?

নির্মল ॥ তারপর, সেই যে বিরিখ্যাত ডাহাত—তারা দ্বিজবংশীদাসের শিষ্য হয়া গেল—জনমের মতন ডাহাতি বাদদিয়ে ভাসান পালা গায়া জেবন নিক্ষয় হরলো—।

চিত্ত ॥ দ্বিজ বংশীদাসের সুমায় ভাত কাপড়ির অভাব ছিলো না, সুখ শান্তি ছেলো, গায়ানও ছলো—কিন্তুক এহন তো গায়ান গায়া সুংসার চলে না। আমিও বুড়ে হয়া গেছি—কবে মরি যাই ঠিক নাইরে বাবা—ঘর সুংসার হরেদি যাই—না অলি মানষে খারাপ ক'বি—

নির্মল ॥ হুঁ হুঁ বাবা, বালো কতা মনে হরি দিছ্যাও—সুংসার—সুংসার দরকার, সুংসার যেহেনে নাই, আয় উন্নতি নাই, ধনসম্পদে উন্নতি, ছেইলে মেয়ির উন্নতি নাই—

চিত্ত ॥ আমিও সেই কতাই ভাবি—

নির্মল ॥ হহ্, তুমি কালই এটা বিয়ে হরো—

চিত্ত ॥ আমি কত্যাছি—

নির্মল ॥ ঘরে যদি মা না থাহে—ঘর আঁধার হয়া থাহে—নক্ষী সরস্বতী থাহে না—

চিত্ত ॥ আমিও চাই, এ ইঘরে মা নক্ষীর মত এটা মা আসুক—তুই বিয়া হর—

নির্মল ॥ আমি বিয়া হরবো—। না বাবা তুমি জানো না—দ্বিজ বংশী দাসের চন্দ্রাবতী নামে গুনবতী এক কন্যা ছিল—সে হলো পালাকার দ্বিজবংশী দাসের মা সরস্বতী। আমি এটা মা চাই বাবা, নক্ষী সরস্বতী মা-বাবা তুমি—

চিত্ত ॥ ধুরু বাপুরে, আমি অয়া গেছি বুড়ে—

নির্মল ॥ মানষের অন্তরডা কোনকালে বুড়ে অয়না বাবা—

চিত্ত ॥ জয়োন ছেইলে থয়ে আমি যদি বিয়ে হরি, মানষি খারাপ ক'বি—হাঁসাহাঁসি হরবি—

নির্মল ॥ মানষের হাঁসাকাঁদার ধার আমি ধারিনে বাবা। গুনবতী চন্দ্রাবতীর মতন যদি এটা মা পাই—তালি আমি এমন পালা রচনা হরবো বাবা—যাতে দেশাগরানে সগল খারাপ মানুষ ভালো অয়া যাবি—

চিত্ত ॥ তুই যে কি অয়া গেছিস—তা ভগবানই জানে—(জাল কাঁধে নিয়ে যেতে থাকে)

নির্মল ॥ কোনে যাও বাবা—?

চিত্ত ॥ গাঙে—

নির্মল ॥ গাঙে মাছ নাই, জল নাই—কি দরকার যায়া—?

চিত্ত ॥ গাঙে না যায়া এহন তোমার সাথে পচাল পারি—

নির্মল ॥ যায়ে কি হরবে ?

চিত্ত ॥ গাঙ নাই কিন্তুক ছেলো—শিশুকালেত্তিন গাঙের পাড়ে পাড়ে ঘুরছি—জাল ফেলাইছি—মা গুংগা যা দেছে—তাই বেচে পেট চালাইছি—। এহনো জালডা ঘাড়ে নয়ে সেহেনে না গেলি ভাল্লাগেনা—তুই তো হলদারের ছেইলে না—গাঙে গেলি তোর সুরমান থাহে না—শুয়া থাক, ঘোম পার—(প্রস্থান)

নির্মল ॥ মধু গুঞ্জরি কতা। রাধা কিষ্ণের পালায় আছে, বিন্দবনের তমাল গাছের ছেঁমায় বসি তারা যহন ছোট ছোট কতা ক'তো—সেই কতা হলো মধুগুঞ্জরি কতা। রাইসব্যের ক্ষ্যাতের পর দিয়া বাতাস বয়, সেই বাতাস ঝাঁপ্যায়া পড়ে গাঙে—ছোট ছোট ঢেউ ওঠে—নূপুর বাজে, য্যান রাধা কিষ্ণের মধুগুঞ্জরি কতা —মা গুংগার সুন্তান সে কতা শুনতি পায়—বাবা হলো হলদার, মা গুংগার সুন্তান—।

(মালতী মঞ্চে প্রবেশ করে—কৈশোরের চপলতায় দৌড়ে চলে যায়) কিডাগো মেয়িডা—আঁহ্ ? আমি যদি পালাকার দ্বিজবংশীদাস হতাম—আমার সরস্বতী কন্যে হতো এই রহম—মেয়িডা কিডা—?

আলো নিভে

রাত। চারদিক নিঝুম। হঠাৎ চোর চোর চিৎকার ভেসে আসে—নিস্তব্ধতা ভেংগে ছড়িয়ে পড়ে। দারোগালী দৌড়ে এসে মঞ্চে প্রবেশ করে, লুকিয়ে থাকে। লোকমান মণ্ডল আলেপ নুশাই সহ আরো দু'একজন মঞ্চে প্রবেশ করে। মণ্ডলের গায়ে চাদর।

লোকমান ॥ শালা চোরের বাচ্চা চোর, হারামীর বাচ্চা হারামী, আমার বাড়ীৎ চুরি হরতি ডোহে—এতবড় সাওস ? কোনে গেল—(টর্চ দিয়ে আলো ফেলে দেখে চারদিক—)

নুশাই ॥ গেল কোন দিক—?

আলেপ ॥ এই দিকই তো আসলো—।

লোকমান ॥ চিক্কুর দে, চিক্কুর দেরে আলেপ—গিরামের মানুষ জাগে উঠুক—

Scanned by CamScanner

আলেপ ॥ চোর, চোর—

নুশাই ॥ ডাহাত, ডাহাত—

আলেপ ॥ ডাহাত-চোর-চোর—

লোকমান ॥ এই গিরামের চুরি ডাহাতি হরতি আসে—এত বড় সাওস—চিল্লুর দে—

নুশাই ॥ ওঠো গো, চোর চোর—

লোকমান ॥ সব শালা ঘোম পাড়তেছে—

নুশাই ॥ কাটা রাইফেলডা যাই হরে ফায়ের হরেন—

লোকমান ॥ চোপ, ব্যাটা বব্বর—যা কত্যাছি, তাই হর—

নুশাই ॥ চোর চোর-ডাহাত, ডাহাত—

লোকমান ॥ হেই চেত্ত-চেত্ত, হেই চেত্ত—('কিডা গো' বলে চিত্ত ঘর থেকে সাড়া দেয়) আমি লোকমান মণ্ডল, তোরা শালা মানুষ বটেক রে—কানের গোড়ে চিল্লুর পারি—তোগরে কানে ওটে না—('হেইতো উঠতেছি' বলে আবার চিত্ত সাড়া দেয়) তাড়াতাড়ি ওঠ, চোর শালা আমার সব্বোনাশ হরে দিলো—

(চিত্ত দরোজা খুলে বাইরে আসে)

চিত্ত ॥ কোনদিক গেল গো দাদা—?

লোকমান ॥ এদিকই আসলো—

চিত্ত ॥ সিঁদ কাটছে না—?

লোকমান ॥ সিঁদ বো'দয় কাটতি পারে না। জানলাডা খোলা ছেলো—নোতুন বউ একদিক, আমি আরাক দিক। দুই এটা কতা বার্তা হরতেছি—এমন সুমায় দেহি জানলার কাছে মানুষ খাড়া নয়ছে! আমারতো জান চুমকে গেল—কোনমত চোর চোর কয়া চিল্লুর দেলাম—ও শালা তো ঝাড়ে দোড়—এহন নুশাই আর আলেপেক নয়ে খুঁজতেছি—

চিত্ত ॥ গরমের দিনই চাদ্দরগায় দিছ্যাও দেখতিছি।

লোকমান ॥ শরিলী আমার জ্বর ব'তেছে—আমি কি ভালো আছিরে—

আলেপ ॥ মণ্ডল বাই, ঐদিক শরুশরু হরে উঠলো—আসেন, চোর চোর—(নুশাই আর আলেপ এগিয়ে যায়)

লোকমান ॥ চেও, সাথে একটু চল দেহি—

চিত্ত ॥ চল যাই—(নির্মল ঘরের বাইরে আসে)

নির্মল ॥ বাবা, শুনি যাও—

চিত্ত ॥ তুমি যাতি থাহো মণ্ডলদাদা—(মণ্ডল চলে যায়) কি ক'তি চাস ?

নির্মল ॥ শুয়ে থাহো—

চিত্ত ॥ আজগুবী মানুষই তুই, মানুষ বেপদে পড়ে আমাক ডাকতেছে—আর আমি যাবো না—কিযে ক'স—।

নির্মল ॥ বাবা, ধরো চোড়ডা যদি ধরা পড়ে—কি হরবেনে— ?

চিত্ত ॥ ক্যা. নেয্য বিচের যা অয় তাই হরবো—

নির্মল ॥ নেয্য বিচের হরবে—দেহি তোমার কেম্বে নেয্য বিচের—ঐ দাদা, দাদাগো—আসেন দেহি এইদিক, ভয় নাই গো আসেন, বাবা, তুমি ইটু ডাগ দেওতো—।

Scanned by CamScanner

চিত্ত ॥ কিডারে তুই—আয়তো দেহি—ভয় নাই, আয় আয়— (দারোগালী উঠে আসে) তুই কিডা—?

নির্মল ॥ কতা কওনা হ্যা দাদা, কিডা গো তুমি আঁহ্—?

দারোগ ॥ আমি দারোগ—

চিত্ত ॥ দারোগ—। এদিক আয়, এদিক আয়—তুই ক্যানে গিছিলি—আঁহ্—?

দারোগ ॥ আমার জানে শান্তি নাগে না, ঘোম আসে না—

চিত্ত ॥ তাই বলে নাতির বেলা যাবি—? (নির্মল ঘরে চলে যায়)

দারোগ ॥ কাহা, আমি থাকতি পারিনে, আমার বাঁচি থাকতি য়েচ্ছে হরে না—।

চিত্ত ॥ কাঁদিসন্যা, কাঁদিসন্যা—বাড়ীৎ যায়া শুয়ে থাগ্গা—যা—রাত পোয়ালি বন্দি খোলে —ধরা প'লি সব্বেবানাশ হয়া যাবি—যা—(ঠেলে পাঠিয়ে দেয়) ছেইলেডার যে কি হবি—।

(মণ্ডল দলবল সহ প্রবেশ করে)

লোকমান ॥ পালামনা—সিঁদেল চোর শালা, শিয়েলের চায় চালাক, কোনদিকদ্যা যে পালালো! তোরা শালা মানুষ বটে—

চিত্ত ॥ কি হলো, আবার জাত তুলে কতা কওহ্যা—

লোকমান ॥ তোরা শালা এটা নেমকহারাম, বেপদে পড়ে ডাকছেলাম—গেলি না হ্যা—?

চিত্ত ॥ তোমার কতায় যাতি হবি নাকি—!

লোকমান ॥ আঁধারে যেন্ তোর চোহি ঝিলিক মারলো—। ৬২ সালের রায়টে আমি ছাড়া কোন শালা তোগরে দেখছিল—মনে নাই, না—এরে আলেপ নুশাই—

আলেপ ॥ কন্তে—

নুশাই ॥ এটা কিছু হরে ফেলাই—

চিত্ত ॥ মুহি নাই বিষ—ন্যাজে আছাড় দিস—হেহ্

আলেপ ॥ কি ক'লি —!

লোকমান ॥ থাম, থাম। তোগরে ৬২ সালে জানে বাঁচায়া দেই নাই—?

চিত্ত ॥ সব কতাই মনে আছে—পুরেন কতা আর কতি চাইনে—

লোকমান ॥ কতা, সব সুমায় মুলাম সুরি ক'বু-অতো গজ্জন হরিস ক্যা—(নির্মল বেরিয়ে আসে)

নির্মল ॥ আপনেগরেও গজ্জন কম দেখতিছিনে, ভদ্দর নোকের মত কতা কলিই তো পারেন—অতো চোখ নাটা নাটা হরেন ক্যা—?

লোকমান ॥ তোর ছেইলেডা বড় ভদ্দরনোক রে চেত্ত, দেখলিনে, কত সোন্দর মধু ঝরায়া কতা ক'লো—তুই শালা বুড়ে অয়া গেলু, তাও হিজের হলে না—আয়রে তোরা—(দলবল সহ প্রস্থান করে)

নির্মল ॥ দ্যাখ্ছেও বাবা, উরা আমার তারিফ হরলো—

চিত্ত ॥ তারিফ হরলো না—ন্যাওড়া বুঝিছ্যাও তুমি—।

নির্মল ॥ তুমিই বেশী বোঝো—।

চিত্ত ॥ চোপ্—।

(আলো নেভে)

Scanned by CamScanner

নির্মল ও লোকমান মন্ডল আলাপ করছে। সময় দুপুর।

লোকমান ॥ আরে বাবা, গৈগেরামের মানুষ বড় হারামী। তোর বাবা বোঝেনা, চটাচটি হয়ে—সরল মানুষ তো। ৬২ সালের ন্যায়টে যহন এই হলদার পাড়ায় আগুন দিতি আইছেলো—আমি নিজি ঠেহায়া দিছি, তোর বাবা সব জানে। আমি কিন্তুক তোর বাবাক শেরেদ্দা ভক্তি খুবই হরি। আর সত্যি কতা হলো—তোর মত ঠাণ্ডা মেজাজের ছেইলে এই গিরামে নেই—নে এটা সিকারেট খা—

নির্মল ॥ আমি তো সেকরেট কম খাই—

লোকমান ॥ আরে বাবা, খাসই যহন তহন আর নজ্জা হরে কি নাভ—নে ধরা—(নির্মল সিগারেট নেয় এবং ধরায়।) নিম্মল বাবা, গায়ান গাওয়া খুব বালো—গায়ান গা'লি গলার সুর বালো অয়, মানষি সুরমান হরে—

নির্মল ॥ বোঝলেন, বাবা কি কয়—

লোকামন ॥ কি কয় ?

নির্মল ॥ বাবা কয়, কোন মুরখু বলে তাক্ কয়ছে—যে হরে যাত্রা, সে নেহি ফাত্রা—আমার য়েচ্ছে—

লোকমান ॥ কিসির য়েচ্ছে—?

নির্মল ॥ এই দ্যাশের মানষের নেগে এমন এটা পালা রচনা হরবো, যে পালা গায়ানে—উপস্থিত দর্শকগরে দুই চক্ষু আবেগের সাগর অয়া যাবি—

লোকমান ॥ আল্লা তোক সেই ক্ষেমতা দিক—তোর যিন সেই কেছমত হয় বেটা—এরে নিম্মল—

নির্মল ॥ কাহা—

লোকমান ॥ তুই তো থাহিসনে—তোর বাবা বড় এল্হা এল্হা থাহে—

নির্মল ॥ সেইজন্যি বাবাক বিয়ে দিতি চাচ্ছি—

লোকমান ॥ তোর বাবাক বিয়ে দিবু—?

নির্মল ॥ হহ্, বাবার বিয়ে হরা দরকার। ঘরে যদি চন্দ্রাবতীর মত এটা মাও জননী না থাকে—আমার কাব্যির ভাব আসবি কোনতিন—?

লোকমান ॥ ঠিক. ঠিক চিন্তা বালো—। তাও সন্দো অয়—

নির্মল ॥ কিসির সন্দো—?.

লোকমান ॥ সন্দো অয়, অন্তরের কতাডা কতিছিসনে—

নির্মল ॥ না, কাহা—অন্তরের কতাই—

লোকমান ॥ তুই বিয়ে হরবিনে—?

নির্মল ॥ না কাহা, আমি এ জেবনে আর বিয়ে শাদী হরবোনা—

লোকমান ॥ ক্যানে—?

নির্মল ॥ যারা সাধু সন্যাসীর পথ ধরে, তাগরে বিয়ে শাদী না হরাই বালো। কাহা, আমি দ্যাশের সিবা হরতি চাই, দ্যাশের মানুষির বালো হরতি চাই। যাতে মরে যাওয়ার পরেও মানষে আমার নামডা ইটু উচ্চারণ হরে। আমার চিতের উপরে মঠ বানায়—কাহা আমি মরনের পরেও অমর হয়া থাকতি চাই—

লোকমান ॥ বালো চিন্তে—কিন্তুক ঘর সংসার বুলেও তো এটা কতা আছে—

Scanned by CamScanner

নির্মল ॥ আমায় ঘর সংসার বাংলাদেশের সগল মানুষ নয়ো—সগলে আমার বাইবুন, বাবা মা—

লোকমান ॥ তালি তুই যদি ক'স, তোর বাবার এটা বিয়ে জুড়াই—

নির্মল ॥ কিন্তুক বাবা যে রাজী অতেছেনা, আচ্ছা আপনেই কন, আমার মা যেহন জেবীত ছেলো, এই বাড়ীর চাদ্দিক এত আবজ্জনা ছেলো— ?

লোকমান ॥ নাহ্—

নির্মল ॥ ঐ যে দ্যাহেন, উঠেনের পর তুলসী গাছটা—গোড়ায় কত আগাছা জন্মেছে—মা বাঁচি থাকলি—থাকতো— ?

লোকমান ॥ নাহ্—

নির্মল ॥ আবার দ্যাহেন, সন্ধে নাগ্‌লি এই বাড়ীৎ ইটুর শংখের ফুঁ পড়েনা, উলুর বাজেনা—সন্ধে বাত্তি জ্বলায়া, গলায় আঁচল জড়ায়া মা ধরিত্রিক পেন্নাম জানায়না কেউ— !

লোকমান ॥ হহ্ ।

নির্মল ॥ তালি আপনেই কন, এই বাড়ীৎ মা নক্ষী থাকপি— ?

লোকমান ॥ এতো আবজ্জনার মদ্যি কি মা নক্ষী থাহে— !

নির্মল ॥ মা নক্ষী যদি না থাহে, এই বাড়ীর কোন ছেইলে ধনে মানে জ্ঞানেগুনে উন্নতি করতি পারবি ? বাবা বোঝেনা—বোঝালেন—

লোকমান ॥ যদি ক'স, তালি তোর বাবার বিয়ে আমি দিয়ে দিতে পারি—

নির্মল ॥ বাবা রাজী অবিন্যা—

লোকমান ॥ আজকেই তোর বাবাকে বিয়ে দেবো—রাজী আছিস নেহি ক'—

নির্মল ॥ বাবা রাজী অবিন্যা—

লোকমান ॥ তোর বাবা তোক খুব ভালবাসে না—?

নির্মল ॥ তা বাসে—

লোকমান ॥ তালিই রাজী অবিনি—

নির্মল ॥ কেম্বে— ?

লোকমান ॥ পহটে একগাছা দড়ি রাখপু—

নির্মল ॥ দড়ি— !

লোকমান ॥ হহ্ দড়ি, দড়ি দ্যাহায়াই তো বিয়ে অবি—

নির্মল ॥ ধুরু বাঙে কয়না—

লোকমান ॥ তোর বাবা যদি রাজী না অয়—কবি যে ফাঁসী নয়ে মরবো—

নির্মল ॥ ঠিক, ঠিক বুদ্ধি, তালি আপনে এটা পাত্রী দ্যাহেন—(মালতী মঞ্চের একদিক থেকে অন্যদিকে বেরিয়ে যায়—) ঐ মেয়িডা কিডাগো কাহা— ?

লোকমান ॥ তোর পছন্দ অয়না— !

নির্মল ॥ অয়, মনে কয় গুনবতী চন্দ্রাবতী—মা কয়া ডাক্‌তি য়েচ্ছে হরে—মেয়িডা কিডা ?

লোকমান ॥ গদা হলদারের নাতনী—খুবই গরীব— !

নির্মল ॥ বাবার সাতে বিয়ে দিবিন্যা— ?

লোকমান ॥ চিন্টা হরা নাগ্‌বি, আচ্ছা আমি গেলাম—তুই তোর বাবাক ঠিক হর্—

Scanned by CamScanner

নির্মল ॥ হ্যাঁ, যান—আমি ঠিক করত্যাছি—

লোকমান ॥ তালি আমি গেলাম— (প্রস্থান)

নির্মল ॥ কাহা, তাড়াতাড়ি সুসংবাদ দেবেন—(আপন মনে কথা বলে) মা, মাগো, আমার জেবনে আশীর্ব্বাদ হয়া আসো মা। ইস্ চান্দিক কি আবর্জনা, ইয়ের মদ্যি মা আসপি—? ইটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হরা নাগে—চন্দ্রাবতী সরস্বতী মাগো, তুমি আমার ভাব সাগরে দোলা দেও—মা—(আবর্জনা পরিষ্কারে লেগে যায়—এর মধ্যে আলেপ ও নুশাই আসে, হাতে পোস্টকার্ড)

নুশাই ॥ ও নিম্মলদাদা, এদিক মন্ডল আইছেলো না— ?

নির্মল ॥ কোন্‌হর মন্ডল— ?

আলেপ ॥ আরে আমাগেরে লোকমান মন্ডল—

নির্মল ॥ আইছেলো—কি ব্যাপার— ?

আলেপ ॥ ক'বো নেহিরে— ?

নুশাই ॥ ক'তি পারো—

আলেপ ॥ এন্ডিয়াত্তিন এটা চিঠি আয়ছে—

নির্মল ॥ কিডা নেকছে— ?

আলেপ ॥ গোবিন্দ হলদার—

নির্মল ॥ কি নেকছে—

আলেপ ॥ দ্যাশের মানুষ কেম্বে আছে না আছে জানতি চায়ছে—

নির্মল ॥ অ—

নুশাই ॥ কি হরতিছ্যাও— ?

নির্মল ॥ চান্দিক আবর্জনা—

নুশাই ॥ পরিষ্কার হরতিছ্যাও— ?

নির্মল ॥ হহ্—

আলেপ ॥ খুব বালো, নুশাই আয়—(তারা যেতে থাকে—দূর থেকে তাদের কথাবার্তা শোনা যায়) গোবিন্দ হলদার যে এহনো টাহা পাবি, তাতো জানতামনা—

নুশাই ॥ আমাগেরে ওসব খোঁজখবর রাহে নাভ কি—

আলেপ ॥ তা অবশ্যি ঠিক (তাদের প্রস্থান। চিত্ত জেলে মঞ্চে প্রবেশ করে)

চিত্ত ॥ কি হরতেছিস বাবা,—

নির্মল ॥ সাক্‌সুক। বাবা, তাড়াতাড়ি সিনান হরে নেও তো—

চিত্ত ॥ ক্যানে— ?

নির্মল ॥ কাম আছে—

চিত্ত ॥ সিনান হরেই তো আলাম—

নির্মল ॥ অ—। ভাত নান্না হয়া নয়ছে, চাড্ডে খায়া নেও—

চিত্ত ॥ ক্যানেরে—

নির্মল ॥ যা কলাম, তাই হরো—

চিত্ত ॥ আ—পাগল ছেইলেডার মাতায় যে কি কহন আসে—। (ঘরের ভেতরে যায়—মন্ডল আসে চুপিচুপি)

Scanned by CamScanner

নির্মল ॥ কি অলো কাহা— ?

লোকমান ॥ রাজী অয়া গেছে—আজ সন্ধেয় লগ্ন বালো আছে—

নির্মল ॥ তালি আপনে যান, আমি বাবাক সাতে নয়ে যাবোনে—

লোকমান ॥ নিম্মল বাবা, আমার ক'ল মানসম্মান—

নির্মল ॥ অসুবিধে নাই—আপনে যান—

লোকমান ॥ তালি ঠিক সুমায় যায়ো, গদা হলদারের বাড়ীৎ—

নির্মল ॥ আচ্ছা আপনে যান, (লোকমান প্রস্থান করে) বাবা, ও বাবা—

নেপথ্যে চিত্ত ॥ কি কতি চাস—?

নির্মল ॥ তাড়াতাড়ি খায়া নেও, আমার সাতে এক জায়গা যাতি হবি—

নেঃ চিত্ত ॥ ঠাহুরির গায়ান আছে নেহিরে— ?

নির্মল ॥ হয়, ঠাহুরির গায়ান আছে। তুমি আমার ব্যাগেত্তিন ইসতিরি হরা পাঞ্জাবী আর ধুতীডা প'রো—মানযির মদ্যি যাতি হবিনি তো— !

(আলো নেভে)

বিকেল বেলা। আলেপ আর নুশাই কথা বলতে বলতে যাচ্ছে।

আলেপ ॥ আমার ইটু সখ ছেলো হলদার পাড়ায় খানিক জাগা কেনবো—তা আর হলোনা—

নুশাই ॥ লোকমান মণ্ডলের নাগাল বড় নাক্ষস থাকতি আর অতেছেনা—(পিছনে দারোগকে দেখা যায়)

দারোগ ॥ ও আলেপ বাই—

আলেপ ॥ কিডারে পাছোত্তিন ডাহে— ? ও দারোগালী, আয়—কিরে—কি কত্যাছিস ?

দারোগ ॥ আপনেরা সেদিন বিচের হরলেন—

আলেপ ॥ হরলাম তো, এহন কি হরবো—

দারোগ ॥ ও বাই—আমার বউডাক ছাড়ায়া নিয়ে দেন—

নুশাই ॥ এতো তাড়াতাড়ির কি আছে—যাক আর দুই চারদিন—

দারোগ ॥ না বাই, আমার জানপরানে শান্তি নাগেনা—

আলেপ ॥ তালাক দেওয়ার সুমায় এসব কতা তোর মনে ছেলোনা— !

দারোগ ॥ মানুষ কত বড়ো ভুল হরে বাই, তাগরে জন্যি তো এম্বে শাস্তি নাই—

আলেপ ॥ আমরা মুরখুশুরখু মানুষ অত বিচের হরিনে—ধম্মের বিধেনে যা আছে, সেম্বে বিচের হরিছি—

দারোগ ॥ এক মৌলবীর কাছে শুনিছি, একবারে তিন তালাক অয়না—

আলেপ ॥ সে মৌলবীর জন্যি আল্লা দোজখ বানা থোয়ছে—আমি অ'লাম মোল্লার ছেইলে মোল্লা ! সে জানে না, তিনবার তালাক তালাক ক'লিই তালাক অয়া যায়—।

দারোগ ॥ আমার বউ পোয়াতি—পোয়াতি তালাক অয়না—

Scanned by CamScanner

নুশাই ॥ রাগে কতা ক'স হ্যা— ? পোয়াতিও তালাক অয়—আলেপ মোল্লা কি দুইদিনির মোল্লা—

আলেপ ॥ অ, পোয়াতি অলি সে মিয়ে মানুষ থাহে না—ক্যাযে বব্বরের মত কতা কস—।

দারোগ ॥ আমার বউ ফিরি দিতি কন—

নুশাই ॥ ক্ষ্যাপিস হ্যা—নয়ছে থাক—। ক্ষেতি অবিনে—

দারোগ ॥ আমার সন্দো অয়—

আলেপ ॥ কিসির সন্দো— ?

দারোগ ॥ মণ্ডল আমার ক্ষেতি হরবি—

আলেপ ॥ ক্ষেতির কি দরকার—হক পাওনা পা'লিই মিটে গেল—

দারোগ ॥ কিসির হক পাওনা— ?

নুশাই ॥ কালমা পড়ে বিয়ে হরেছে, বউ জায়েজ—

দারোগ ॥ আপনেরে পায় পড়ি বাই—আমার বউডা ফেরৎ দেন—

আলেপ ॥ হোর বেটা—(ধাক্কা দিয়ে রওনা হয়)

নুশাই ॥ পাগল হয়ি গেছে—(দুজনের প্রস্থান।)

(দারোগ পড়ে থাকে—কান্নার দমকে তার শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। মঞ্চ আঁধার হয়ে আসে ধীরে ধীরে। দারোগালী উঠে দাঁড়ায়)

দারোগ ॥ দুই চোক্ষু যদি গাঙ অয়—তালি সে গাঙ শুহি গেছে। ভর চৈতের রোদ নাগে—আমার চোক্ষির মণিৎ আগুন জ্বলতেছে। দুনিয়ায় রাত আসে, আঁন্ধার আসে—কেডায় কয় যে আঁন্ধারে আগুন নাই—আমি জ্বলি হ্যা—আঁন্ধারে আমি জ্বলি উঠি হ্যা—আল্লাগো, তোমার দোহাই দিয়ে মানুষ নিয়ম বানায়ছে—সেই নিয়মের ফাঁদে ফেলায়া মানুষ মানুষের রক্ত চুষে খায়—সুখ শান্তি কাড়ে নেয়—তুমি দ্যাহো না—তুমি তার বিচের হরোনা—

জেবনে সুখ থাকলি চোক্ষু জুড়ে ঘোম আসে, না থাকলি চোক্ষু দুডে তাহায়া থাহে——তারা হয়া জ্বলে। হৈ আহাশের নক্ষ কোটি তারা, তোমাগেরে মতন আমার চোখ ধ্বক্‌ধ্বক্ করি জ্বলতেছে—আমি আঁন্ধারের আগুনি পুড়ি যাচ্ছি গো—ক্যাগো আল্লা, মানযের জন্মে এতো নিয়েম হ্যা—আমাগেরে দিয়েই তো তোমার পরিচয় আল্লা—(কারো পদশব্দে সচকিত হয়ে ওঠে।) (পালায়—লোকমান আলেপ নুশাই মঞ্চে প্রবেশ করে।)

লোকমান ॥ চেত্তর বিয়ে দেলাম—য়েচ্ছে হরেই—

নুশাই ॥ আমি ভাবতেছি, বুড়ের সাথে বিয়ে দেলো—।

আলেপ ॥ মেয়িডা বোদ'য় গলার কাঁটা হয়ি ছেলো—

লোকমান ॥ কাটা হয়াই ছেলো—ক'লাম, রাজী হয়া গেল—টাহা আমার শও দুই খরচ—তা হোক—

আলেপ ॥ আপনে আবার একাম হরতি গেলেন হ্যা— ?

লোকমান ॥ মনের য়েচ্ছে পূরণ হরতি গেলি অনেকদুর চিন্তে ভাবনা হরা নাগে। জানিসই তো, হলদার পাড়ার এই জমিটুক নিতি পারলি আল্লার মজ্জি আমার একদাগে চল্লিশ বিঘে হয়—

Scanned by CamScanner

আলেপ ॥ আমার ইটন কেনার সুখ ছেলো—

লোকমান ॥ কিনিস, কিনিস—এ বছরডা যাক—

আলেপ ॥ এ বছর হরতি হরতি তো কত কাল গেল—

লোকমান ॥ তুই নোকটা বাল্লায়রে—নুশাই কত সোন্দর মানুষ—

নুশাই ॥ পচা বাসি পান্তা খাই/মনের সুহী ঘুরে বেড়াই—

লোকমান ॥ চেত্তক কেবল বিয়ে দেলাম—এহন আল্লার য়েচ্ছে—

আলেপ ॥ মণ্ডল বাই—

লোকমান ॥ ওহ্—

আলেপ ॥ দারোগালী ধরছেলো—

লোকমান ॥ কি কয়— ?

নুশাই ॥ বউ ছাড়ি দিতি কয়—

লোকমান ॥ তোরা কি ক'লি— ?

নুশাই ॥ শালাক ধাক্কা মারি ফেলা দেলাম—

লোকমান ॥ রাতির বেলা কোন শালা যে ঘোরে আলেপ, ঠিক পাইছি—

আলেপ ॥ দারোগ নেহি— ।

লোকমান ॥ হয়, কাল রাতিও শালা গেছিলো—

নুশাই ॥ ডাগ দিলিই তো উঠতাম—

লোকমান ॥ তোরা তো উবদ্যা হয়া ঘোম পারিস—

নুশাই ॥ তে কাটা রাইফল দিয়ে—

লোকমান ॥ চোপ, ঐ কতা খবরদার আর ক'বি না, এশালার জন্যি বেপদে পড়তি হবি—

আলেপ ॥ বোঝেনা—এহ্—আমি কি ও কতা কই— ?

লোকমান ॥ আমি এটা কতা ভাবতিছিরে—

আলেপ ॥ কোন কতা —?

লোকমান ॥ এরে নুশাই—

নুশাই ॥ কন—?

লোকমান ॥ দারোগালীর কাছে যে জমি বর্গা আছে, তাং কি নাগায়ছে— ?

নুশাই ॥ ইরি ধান, পাহে ঝুমঝুম হরতেছে—

লোকমান ॥ পশুদিন সক্কালে উঠে ঐ ধান কাটি আনবি—উয়্যাক কায়দায় ফেলতি হবি—

আলেপ ॥ যদি মারামারি হয়— ?

লোকমান ॥ মারামারি হরবি—

নুশাই ॥ যদি কেস হরে— ?

লোকমান ॥ কার নামে কেস হরবি—হেই বেটা বব্বর, জমিডা আমার না—?

আলেপ ॥ হহ্—

লোকমান ॥ বুঝলিরে আলেপ, ক্ষ্যাপা কুত্তে বাঁচাতি নাই—

আলেপ ॥ জেন্—

Scanned by CamScanner

লোকমান ॥ রাতির বেলায় ধরতি হবি—ধরতি পারলিই চোর কয়া মার শুরু হরাবি—না মরা পযন্ত ছাড়বিনে—

নুশাই ॥ সেকি আপনেক ক'তি হবিনি—(সবার প্রস্থান। দারোগালী প্রবেশ করে)

দারোগ ॥ মণ্ডল ধান তোমাকে কাটতি দেবোনা—কিন্তুক ঠ্যাহাবো কেন্যে—আমি যে কি হরি—আল্লাগো—

(আলো নেভে)

(চিত্তর বাড়ী। আম পাতার নকশা ও রঙিন কাগজের নিশান তার ঘরের সাথে।)

চিত্ত ॥ কি যে যন্তনা তুই হরলি—।

নির্মল ॥ আমি আবার কি যন্তনা হরলাম বাবা। এই সংসারে আমার মা ছেলোনা, মা ধরে আনছি—এ মা আমার নক্ষী মা—ইবার দেহো, এই বাড়ীৎ সুখ শান্তিৎ ভরে যাবি। ঐ যে আমি যহন ছোট ছেলাম, একবার এই উঠেনের পর আসমান সিংয়ের পালা হলো, পালা গানের দোহারী পয়লা জগজ্জননী মা কালীর চরণে গা গায়ান নিবেদন হরলো—ঐ যে—মা - - - গো - - - মা - - - তুই বিনে আমার মন ভরেনা - - - (গেয়ে ওঠে)

চিত্ত ॥ দেখছেও ছেইলের পাগলামী। মা ছাড়া কি এই সংসার অচল হয়ি ছেলো— ?

নির্মল ॥ নেশ্চই—

চিত্ত ॥ মা পা'লি বালো, কিন্তু। তোর বাবা যে মরি যাচ্ছে—দেখলিনে—

নির্মল ॥ তুমি আবার মরি যাচ্ছেও কেনে— ?

চিত্ত ॥ তোর নোতুন মা যে কতা ক'তি পারে না তার কি হরবি—?

নির্মল ॥ কতা কয়না মানে— ?

চিত্ত ॥ কতা ক'তি পারলি ভো ক'বি—

নির্মল ॥ কতা ক'তি পারেনা— ?

চিত্ত ॥ সেতো বুবা, কতা ক'বি কেন্যে ? সেই জন্যি আগেই কইছেলাম—আমি হয়া গেছি বুড়ে—আমার দাম কমি গেছে—

নির্মল ॥ নোতুন মা বুবা কতা ক'তি পারেনা— ।

চিত্ত ॥ এতক্ষণ ধরে কি ক'তেছি—তুই কি মনে হরিস, তোর নগে ফাজলেমো হরতেছি—বাবা কি ছেইলের নগে ফাজলেমো হরতি পারে— ?

নির্মল ॥ আচ্ছা বাবা, নোতুন মা বুবা হল কেনে— ?

চিত্ত ॥ বুড়ে পাত্তর পায়া ঠগায়ে দেছে—এটা পয়সা পযন্ত দেলোনা—

নির্মল ॥ ঠগায়া দেলো— ।

চিত্ত ॥ তোর জন্যি তো ঠগতি হলো—কি হরবো ভাবে পাইনে। কতা কলি তো শুনিসনে, (দরজার কাছে মালতী এসে দাঁড়ায়) ঐ দ্যাখ মেয়িমানুষ, নজ্জা নাই। বেশরম ঘুড়ার ন্যাহান আসি খাড়া নয়ছে—মাতায় ঘুমটা পর্যন্ত নাই। বিয়ে হলি মেয়ি মানুষ নজ্জায় দুইদিন ঘরেত্তিন বাড়ায়না—আর এহনি বাড়ায়ছে—উয়্যার এহন কি মন কত্যাছে আমি জানি—

Scanned by CamScanner

নির্মল ॥ কি মনে কত্যাছে ?

চিত্ত ॥ ঢ্যাং ঢ্যাং হরি পাড়ায় ঘুরতি মন কত্যাছে—

নির্মল ॥ অতো নজ্জাআলা মা আমার দরকার নাই—মা আমার দশভুজা। মা, মা-জননী গো, তুমি আমার চন্দ্রাবতী মা—আমি তোমার ছেইলে গো মা, তোমার ছেইলে নির্মল-(মালতী ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে)

চিত্ত ॥ হেহ্, মাক দেহি দরদ উথলি উঠলো। সারা জেবন যাত্রা কাত্রা হরি আমার জেবন বিষ বানাইছে। শ্যাষ বয়সে বুবা মা ঘরে আনি জেবন তিতে হরি দেলো। হলদারের বৌ হতি হলি কত কাম জানতি হয়—এতো কাম হরতি পারবি বলে আমার বিশ্বেস অয়না—তারপর কতাও কতি পারে না, কানেও শোনে না—

নির্মল ॥ বাবা তুমি তো ভাব তত্ত্ব জানো না, কেম্বে বোঝাই—

চিত্ত ॥ বান্দে থো তোর ভাবতত্ত্ব—!

নির্মল ॥ জগজ্জননী শ্রী দুগ্গা কি কতা কয় বাবা, সরস্বতী, লক্ষী কি কোন দিন কতা কয়! তারা যদি মাটির পুতুল হয়ি সগলের মা হতি পারে, সগলেক আশীব্বাদ দিতি পারে, আর এতো আমার জীবন্ত মা। বাবা কাম কাজির অতো চিন্তে হরো কেনে ?

চিত্ত ॥ শরীল জ্বালানে কতা ক'সনে, দেব্তার সাথে বোবা কালার তোলনা হরিস! থাক তোর মা'ক নয়ে—(জাল কাঁধে নিয়ে যেতে থাকে)

নির্মল ॥ আজকের দিনি না গেলি হতো না—

চিত্ত ॥ থাহার অবস্থা কি নাখছিস—(প্রস্থান)

নির্মল ॥ মা, এই জেবনের কি সাধ আল্লাদ পূরেনের জন্যি তোমাক ঘরে আনলাম। মাগো জানিনে তোমার অন্তরে কোন দুঃখু দেলাম কিনা। ছোটকালে তোমার এই হতভাগ্য ছেইলের গব্বধারিনি মা মরি গেছে।• এই জেবনে তারে শেরেদ্ধা ভক্তি কিছুই দিতি পারি নাই—মায়ের আশীব্বাদ পাই নাই—জেবনের বড় সাধ গো মা, দ্বিজ বংশীদাসের মতন বড় পালাকার হবো—আমারে আশীব্বাদ দেও গো মা, আশীব্বাদ দেও—আমি য্যান এমন পালা রচনা হরতি পারি—যে পালা গান শুনে দস্যু কেনারাম বেচারামের মত দ্যাশের সগল মানুষ বালো হয়ি যায়, সৎ হয়ি যায়—। মাগো এই দ্যাশের দিক যহন তাহাই, যহন দেহি খরায় পড়া হাজার হাজার মানুষ আসমানের দিক চায়া থাহে—যহন বানের জলে ভাসে আসা মানুষ পথে পথে ভাসে—যহন শুনি কিছু কিছু মানুষ দস্যু কেনারামের মতন হাজার হাজার মানষির মুহির গিরাস কাড়ি খায়—মনডা পাগল হয়ি যায়গো মা, পাগল হয়ি যায়। ক্যানগো মা, একই মাটিৎ জনম নয়ে, একই আসমানের তলে বাস করি কেনে এতো তফাৎ—কেনে এতো বিভেদ! মাগো, তুমি এমন আশীব্বাদ দেও, যাতে তোমার সগল সন্তান সুখিদুখি সমান জেবন যাপন করতি পারে—এই আশীব্বাদ দেও গো মা, এই আশীব্বাদ দেও—(আবেগে দুই হাত কপালে ঠেকায়। দা হাতে দারোগালী আসে, মালতী ঘরের ভেতর চলে যায়। তাকে দেখে নির্মল চমকে ওঠে) কিডা, কিডাগো তুমি—দস্যু কেনারাম নেহি— ?

Scanned by CamScanner

দারোগ ॥ ক্ষেমারাম না, চোরও না ডাহাতও না, আমি দারোগ, দারোগালী—

নির্মল ॥ ওহো, ঐযে সেদিন নাতির বেলা আইছিলে—তে দাদা দারোগালীর আরেক নাম পাগল চাঁদ—

দারোগ ॥ পাগল চাঁদ আবার কিডা—?

নির্মল ॥ যার গায়ানের সুরি বংশাই নদীর সোঁত থমকি দাঁড়াতি চায়—জুসনা রাতি তারার চোখ থেকি জল খসি পড়ে—তা দাদা, হাতে দাও কেনে, দোতারাডা কই—?

দারোগ ॥ পাগলচাঁদ দারোগালীর হাতে থাহে দোতারা, আমার হাতে আছে—ঝগবাগা দাউ—ঝগঝগা দাউ দেখতি আজকাল আমার খুব ভালো লাগে—

নির্মল ॥ আসমানের ঝগঝগা চাঁন্দ দেখলি—?

দারোগ ॥ চাঁন্দ দেখলি—চাঁন্দ দেখলি আমি পাগল হয়া যাই, চান্দের আগুন আমার দুই চোখি জ্বলে—চাঁন্দের আগুন জ্বলে অন্তরে—তহন যে মন কি কয়—

নির্মল ॥ কি মন কয়—?

দারোগ ॥ মন যে কি কয়, কয় কুড়াল দিয়ে কুপায়া টুকরা টুকরা হরে ফেলি—(কাঁদতে থাকে)

নির্মল ॥ কাঁদো কেনে ও দাদা, কাউক কানতি দেখলি আমার কানতি য়েচ্ছে হরে—দাদাগো দাও হাতে নয়ে ঘুরোনা—দস্যু রতনাকরের মতন খুনী খুনী মনে হয়—

দারোগ ॥ খুনী খুনী মনে হয় না—খুশী নাগ্‌লো তোমার কতা শুনে খুব খুশী নাগলো—

নির্মল ॥ ও কতা কয়োনা দাদা—(দারোগালী হঠাৎ পালাতে থাকে) দাদা, দারোগালী দাদা, চলি গেল—নোকটা চলি গেল—। কাকা, আদাপ—(লোকমান ও নুশাই প্রবেশ করে)

লোকমান ॥ নোতুন মা'ডা নিয়ে জুমে আছিস মনে হতেছে—কার সাথে যেন্ কতা ক'লি—দারোগ না—?

নির্মল ॥ জে—

নুশাই ॥ আমি ক'লাম—আপনে কতিই দেননা—দেখলেন আমাগেরে ভাঁজ পায়া শালা ভাগে গেল—চুরি ঐ শালাই হরেছে—

নির্মল ॥ কি চুরি হরেছেগো—?

নুশাই ॥ মণ্ডল ভাই'র বাড়ীৎতেন ঢেঁকি চুরি হরেছে—

নির্মল ॥ ঢেঁকি দ্যা কি হরবি—?

নুশাই ॥ কোনে তিন চার টাহায় বেচি দেছে—

লোকমান ॥ দারোগালী কি ক'লো—?

নির্মল ॥ কত্যাছিলো, আসমানের চান্দখ্যান কুড়েলদ্যা কাটপি—

নুশাই ॥ ক'লাম, শালার য়েচ্ছে ভালো নাই—

লোকমান ॥ আলাপ পরে হরবোনে, তা-কইগো নতুন বৌদি, কুটুম আসে উঠেনে খাড়া থাহে—।

নুশাই ॥ বসাতিউ কয় না—

লোকমান ॥ কেম্বে কতা—

Scanned by CamScanner

নন্দশাই ॥ মানষি নিনন্দে হয়ষি—

নির্মল ॥ মা, মাগো, ইটু এদিক আসো— (মালতী উঁকি দিয়ে দেখে আবার ভেতরে চলে যায়)

লোকমান ॥ হে-হে-হে—নজ্জা, নজ্জায় মরি যাই—

নন্দশাই ॥ নজ্জায় মরি যাচ্ছে— (আলেপ ব্যস্তভাবে প্রবেশ করে)

আলেপ ॥ মন্ডল বাই—

লোকমান ॥ কিরে আলেপ —কি ?

আলেপ ॥ ঢেঁকিডা পাওয়া গেছে—

লোকমান ॥ কোনে ছেলো—?

আলেপ ॥ দারোগালীর বর্গা জমিৎ—ধান শ্যাষ করি দেছে—

লোকমান ॥ চলতো দেহি—(দ্রুত লোকমান, আলেপ, নন্দশাই চলে যায়।)

(হাতে একটি চিঠি নিয়ে চিত্ত প্রবেশ করে)

চিত্ত ॥ তোর চিঠি—

নির্মল ॥ দেহি—(চিত্তের জাল টুকরী নামানোর ব্যাপারে মালতী সাহায্য করে) বাবা, অধিকারী নেক্‌ছে কালকেত্তিন আবার পালা—আজকেই যাতি হবি—

চিত্ত ॥ তোর য়েচ্ছে—(ভেতরে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে গুছিয়ে বাইরে আসে) তোর ছেইলে চলি যাতেছে মানা হরতি পারিসনে—খালি ড্যাবড্যাব করি চায়া থাকলি কি সংসার চলবি—ছেইলেডাক মানা হর—কি যন্তনায় যে পড়িছি—কতা যে কতি পারেনা—তার নগে সংসার করতি হবি— ।

নির্মল ॥ আশীর্বাদ দেও বাবা—(প্রণাম করে)

চিত্ত ॥ পেন্নাম হরি দুঃখু বাড়া দিসনে—যাতি চাস যা—

নির্মল ॥ যাওয়ার সময় অম্বি কতা কয়োনা—আশীর্বাদ দেও—তিনদিন পরে চলে আসতেছি—(চলে যায়। মালতী চিত্ত তাকিয়ে থাকে।)

(আলো নেভে)

(নদী থেকে চিত্ত স্নান সেরে মাথা মুছতে মুছতে প্রবেশ করে।)

চিত্ত ॥ দে দে তাড়াতাড়ি খা'তি দে। সেদিন কি আর আছে—কামকাজ না হরলি কি আর সংসার চলবিনি—জুয়েনকালে যহন বাবা বাঁচি ছেলো, দুই একদিন গাঙে না গেলিউ খাওয়া জুটতো। দ্যাখছেও, নিম গাছের নেহা খাড়া নয়ছে—ন্যাওড়া বোঝ, খাতি দে, খাতি দে (ইশারা করে দেখায়, মালতী ভেতরে যায়, চিত্ত পাটি পেরে বসে) বিয়ে হরলি মানুষ দুঃখি পড়ে, কতাডা আগে বোঝতাম না, এহন বুঝতেছি—(মালতী ভাত এনে তার সামনে রাখে) জল কই, হেই বব্বর জল কই—হাত ধুয়য়ার জল আনি দে—(ইশারা করে দেখায়—মালতী আবার ভেতরে যায়) বিয়েৎ যেদি কিছু টাহা পয়সা নিতাম—তালি এ যন্তনা সহ্য হতো—(মালতী জলের গ্লাস দেয় সে হাত ধুয়ে খেতে শুরু করে—বেড়ায় গোঁজা পাখা টেনে মালতী বাতাস দেয়) আবার বাতাস হরতি নাগেছে—বন্ধ হরি থো, গাঙের ঘাটে আমার

Scanned by CamScanner

বাড়ী—বাতাস এম্বেই নাগে—সরি যা, ওদিক সরি যা, আবার চোক্ষির সামনে খাড়া নয়ছে। জেবনডা আমার তিতে হয়া গেল। ইটু যদি কামকাজ জানে, জালগুন গাবের জলে ভিজোতি হয় জানেনা—রোদি নাড়ে দিতি হয় জানেনা—নাতভর যেম্বে ঘোম পাড়ে—দিনভর অম্বেই ঘোম পাড়ে। শালার বেটা শালার ছেইলের কিছু কই, নিজির বিয়ের খোঁজ নাই—বাবাক বিয়ে দেছে—। আমি তহনই না হর-ছেলাম—ঠাহুর দেবতার গায়ানের কতা নয়ে গেল—ও বাবা কিসির ঠাহুর দেবতার গায়ান, ছেইলে এহন একগাছা দড়ি হাতে নিয়ে কয়—হয় তুমি বিয়া হরো, না হয় এই আমি মরতি চল্লাম—শালার বেটা শালার ছেইলে (ভাত খেতে থাকে) এঁহ্-নাম্না হয়েছে, একি—ভাতের মিদেন একি—ওয়াক, ওয়াক—মারি ফেলতি—চায়-এ শালি আমাকে মারি ফেলতি চায়—এই নে ভাত খা—(মুখের উপর ভাত ফেলে, জাল টুকরি কাধে নিয়ে ধাঁই ধাঁই রওয়ানা দেয়) বুড়ে মানুষ পায়া শালি আমাক মারি ফেলতি চায়...শালার সুংসার...(প্রস্থান)

(মালতী নীরবে কাঁদে। একসময় উঠে ঘরে চলে যায়।)

(নুশাই আর লোকমান মণ্ডল হাট থেকে ফিরে আসছে।)

লোকমান ॥ কড়ায় গণ্ডায় হিসেব দে—

নুশাই ॥ আমি তো হিসেব দিচ্ছিই—

লোকমান ॥ চাদ্দিক খালি নোকসান, দারোগ শালা আমার পাহা ধানে মই দিলো, এহন খাতির নাই, দে টাহা দে—

নুশাই ॥ এই লেন টাহা—

লোকমান ॥ কত দিলি— ?

নুশাই ॥ দুই শও টাকা—

লোকমান ॥ হিসেব দে—

নুশাই ॥ গুর হাটায় পঞ্চাশ, মাছে হাটায় পঞ্চাশ—

লোকমান ॥ আর— ?

নুশাই ॥ তরহারীর হাটে ষাট টাহা—পিয়েজবড়ার দোহানদার, গুল্লার ষাট টাকা—না—তিরিশ টাহা—

লোকমান ॥ চুড়িমালার দোহানদার— ?

নুশাই ॥ উরা তোলা দেওয়ার ভয়ে হাটে আসেনা—বাড়ীৎ যায়া বেচে—

লোকমান ॥ বাড়ীৎ বাড়ীৎ বেচে না—নুচ্চমী হরার জাগা পায়না—সব বেটাক পথে ধরে টাহা আদায় হরবি—এহন টাহা বাই হর—দশ হাজার টাহায় হাটের ডাক কিনিছি নুনা ছিঁড়ার জন্যি না—বাই হর টাহা—

নুশাই ॥ আমি তো হিসেব পাচ্ছিনে—ও এযে, এই পহটে পঞ্চাশ আছে—এই নেন—

লোকমান ॥ ও পহটে কি আছে—

নুশাই ॥ কিচ্ছু নাই—

লোকমান ॥ কোমরে— ?

Scanned by CamScanner

নুশাই ॥ কোমরে কিছু নাই—এই দ্যাহেন কিছু নাই—(খোলার সময় কিছু একটা পড়ে)

লোকমান ॥ উডা কি প'লোর— ?

নুশাই ॥ কাগজ—না দশ টাহা—পাড়ি পালাম—

লোকমান ॥ পাড়ি পালি—দে, দে কত্যাছি দে—(জোর করে কেড়ে নেয়) হলদারগরে কাছাতিন মাছ নাতি কইছেলাম—

নুশাই ॥ দেয়না—উরা নগদ পয়সায় তোলা দেয়—

লোকমান ॥ কিন্তুক আমার নাথ টাহার সম্পত্তির পরদ্যা গাঙ বয়া যায়—সেহেনতিন মাছ মারে, আমাক ভাগ দেয়না—কেনে, ভাগ দিবিনে কেনে— ?

নুশাই ॥ চেত্ত হলদার দেয়না—

লোকমান ॥ ও চেত্তক কিছু কস্‌নে—নে দুডে টাহা রাহে দে—নে—আজকে দারোগেক দেখছিসনে— ?

নুশাই ॥ পলা পলা বেড়াতেছে—বউডা কি ছাড়ি দেবেন— ?

লোকমান ॥ দারোগের বউ—থুক্কু, আমার বউ জমেলা খাতুন—ছাড়ি দেবো—লোকমান মণ্ডলের কি ভাত কাপড়ির অভাব— ! খাড়া—চেত্তর বাড়ীর কাছে যহন আলাম, বৌদি, ও নোতুন বৌদি—কোনে গেলে—কুটুম আসে উঠেনে খাড়া নয়ছে—

নুশাই ॥ ইটু বসতিউ কল্যানা—

লোকমান ॥ মানষি খারাপ ক'বি—

নুশাই ॥ নিন্দে হরবি—

লোকমান ॥ নাই নেহি—সাড়া শব্দ নাই—চেত্ত ক'ল বুড়ে বয়েসে বউডা বালোই পায়ছে—পেত্তিমে-পেত্তিমে চিয়ারা—ও বৌদি, কুটুম আসে উঠেনে খাড়া নয়ছে—

নুশাই ॥ ইটু বসতিউ কয় না—মানষি খারাপ ক'বি নিন্দে হরবি—

লোকমান ॥ নুশাইরে—

নুশাই ॥ কি কন—?

লোকমান ॥ ইটু চাদ্দিক নজর রাহিস—আমি দেহে আসি—

নুশাই ॥ যান, মানুষ আসলি আমি গলায় থ্যাঁকর দেবোনে—(মণ্ডল অতি সন্তর্পণে ঘরে যায়—এবং চিৎকার করে চোয়াল ধরে বাইরে আসে) কি হলো—কি হলো ও মণ্ডল বাই—

লোকামন ॥ কিছু নয় নাই-আয়—

লোকমান ॥ ওযে নক্ত বাড়াতেছে—

লোকমান ॥ বেড়ায় খোঁচা নাগছে—তাড়াতাড়ি চল—(দারোগালী প্রবেশ করে—পেছন থেকে ডাকে)

দারোগ ॥ এটা কতা কতি চাই আমি—(মণ্ডল ঘুরে দাঁড়ায়)

লোকমান ॥ আমার পাহা ধানের ক্ষেতে মই দিছিস কি কামে—

দারোগ ॥ ধান নাগাইছি আমি—আমার যা য়েচ্ছে অয়ছে—তাই হরিছি—

লোকমান ॥ ধর শালাকু—

দারোগ ॥ খবরদার, যে শালা আসপি, দাওদ্যা কুপায়া শ্যাষ হরে দেবো—

Scanned by CamScanner

লোকমান ॥ চলরে নুশাই (যেতে থাকে)

দারোগ ॥ খাড়ান, আমার বউডাক ছাড়ি দেবেন কি না কন ?

লোকমান ॥ তিনমাস দশদিন আগে যাতি দে—

দারোগ ॥ আমি ওসব শুনতি চাইনে—আমার বউ ছাড়ি দিতি হবি—

লোকমান ॥ হের বেটা, ধম্মমতে বিয়ে হরিছি আমি—

দারোগ ॥ মণ্ডল !

লোকমান ॥ কতা কসনে শালার চোরের বাচ্চা চোর—

নুশাই ॥ এ শালার বেটা শালা—

দারোগ ॥ চোপ হারামজাদা—

লোকমান ॥ হারামজাদা না আমি লোকমান মণ্ডল—এই গিরামের বাবা—সাধ্যি থাকে বউডা নিয়ে আসিস—(লোকমান ও নুশাই চলে যায়)

দারোগ ॥ তোর নগে আবার দেহা হবি মণ্ডল—এক বাপের জম্মা যদি হই—তোর নগে আবার দেহা হবি—

(আলো নেভে)

রাত। দূর থেকে আগুন আগুন কোলাহল ওঠে। চিত্ত জেলে উঠে আসে তার সাথে মালতী।

চিত্ত ॥ ইরে ভগবান, নরক জ্বলি উঠিছে। দাউ দাউ হরি আগুন যন্দুর লেলায়া উঠিছে—বুঝলিরে মালতী—৬২ সালে যহন রায়ট নাগে—হারে, নগরা ঘোষের সোনার বাড়ী, এইরহম দাউ দাউ জ্বলি উঠছেলো—তহন তোর জম্মই হয় নাই—। কি আগুন—মনে হতেছে আসমানে আগুন নাগে যাবি। হেই—হেই বাড়ীডা বোধ'য় দারোগালীর—হেই দারোগালীর বাড়ীৎ আগুন নাগেছে—যাতি হয়রে মালতী, যাতি হয়—ইহ্‌রে—ছেইলেডার কপাল পুড়লো। (উঠোনের পাশে থাকা একটি কলস নিয়ে যেতে থাকে—মালতী কোমরের খুঁটি চেপে ধরে) কিরে মালতী, যাতি দিবিনে নাহি ? ভয় হরতেছে—তোর কি ভয় হরতেছে নেহি ? অম্বে তাহাস ক্যা—কেম্বে যিন কাঁপতেছিস—আবার টানে—ছাড়ি দেনা, দেহি, দেহিরে, চান্দের আলোয় মন ক'তেছে তোর চোক দুডে নাল হয়ছে—শরীল কাঁপতেছে, তোর কি ভয় হরতেছে—অল্প বয়সী মেয়ি ছেলি বড় বেপদের কারণ—চল দেহি ঘরে—চল চল—(তারা ঘরে চলে যায়)।

(আগুন এবং কোলাহল বেড়ে চলে—দারোগালী মঞ্চে দৌড়ে আসে—হাতে দা—চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ে)

নেপথ্য

বর্ণনা ॥ গাঢ় অন্ধকারের রাত। পল্লবিত বৃক্ষরা কালো গম্বুজের মত দাঁড়িয়ে। নিশীথের অন্ধকারে গ্রাম জনপদে কত ঘটনা ঘটে, তার নীরব সাক্ষী এই বৃক্ষরা—আকাশের নক্ষত্ররাজি। দারোগালী তার পর্ণকুটিরে শুয়ে ছিল। দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে গেল। মধ্যরাতে শেয়াল ক'কিয়ে ক'কিয়ে কাঁদছে। জমেলার কথা মনে

Scanned by CamScanner

পড়ে—ব্যথায় টনটন করে ওঠে বুকটা। ঝগঝগা দা টা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ঐ তো লোকমান মন্ডলের বাড়ী-ঘরের দেউরিতে আরো বেশী অন্ধকার জমেছে। সেখানে, অতি সন্তর্পনে গিয়ে দাঁড়ায়। পাটশোলার বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দেয়—টিমটিমে হারিকেনের আলোতেও জমেলাকে চিনতে ভুল হয়না। লোকমান মন্ডলের বাহুলগ্না হয়ে বসে আছে। মন্ডলের আদিমতা বেড়ে চলেছে ক্রমে ক্রমে। দারোগালীর বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আসে। মধ্যরাতের শেয়াল কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে। অবসন্ন দেহটা টেনে টেনে নিজের কুটিরে ফিরে আসে। জমেলাকে কেন্দ্র করে দারোগালীর যে সুবিন্যস্ত স্বপ্ন গড়ে উঠেছিলো—আজ তা বিধ্বস্ত সমূলে। নিজের ঘরটার দিকে তাকায়, কি প্রয়োজন এই ঘরের—কি প্রয়োজন! নিজের হাতে লাগিয়ে দেয় আগুন, দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে—দারোগালীর ঘর জ্বলে, জ্বলে দারোগালী—পূর্বাকাশ নোতুন সূর্যের আবির্ভাবে লাল হয়ে ওঠে—তার কিরণের আদর পড়বে সবার জীবনে—কেবল দারোগালীর জীবনে আর উঠবে না—কোনদিন উঠবে না—

(শান্ত হয় দারোগালী—হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে থাকে। ভোরের পাখীরা তখন কোলাহল শুরু করেছে। নির্মল ব্যাগ কাঁধে ফুলের মালা গলায়—বাড়ী ফিরছে।)

নির্মল ॥ ছোটকালে পড়ছেলাম মায়ের ডাক গপ্প—গপ্প না ইতিহাস—ছিযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মায়ের চিঠি পায়া ঝড় বিক্ষুব্ধ রজনীতে উত্তাল নদী সাঁতরায়া পার দিছিলো—মায়ের ভক্তি এমনি। কেডাগো ওহ্যানে? কেডাগো তুমি, কুত্তেকুন্ডলী মারি বসে আছেও—কতা কয়না হ্যা? (এগিয়ে যায়) পাগলচাঁন্দ না? পাগল চাঁন্দ দারোগালী না—কি হয়ছে দাদা—?

দারোগ ॥ কিছুনা—

নির্মল ॥ কওনা দাদা কি হয়ছে—আমার জেবনে বড় সখ মানষের সেবা হরি, ও দাদা কওনা কি হয়ছে—?

দারোগ ॥ কত্যাছি তো কিছু হয় নাই—

নির্মল ॥ উডা কি ঝগঝগ করতেছে?

দারোগ ॥ দা'ও।

নির্মল ॥ আবার দা'ও হাতে নয়ে ঘুরতেছেও—দেও, আমার কাছে দেও—(হাতে নেয়),

দারোগ ॥ দা'ওডা আমার হাতে দেও—

নির্মল ॥ থাক না দাদা, আমি যত্ন হরি থুয়ে দেব—দা'ও হাতে থাকলি কেম্বেযিন দস্যু দস্যু নাগে—

দারোগ ॥ আমার হাতে দেও—

নির্মল ॥ আচ্ছা নেও—ইবার কওতো দেহি, কি হয়ছে তোমার—?

দারোগা ॥ আচ্ছা, তুমি সেদিন দস্যু রতনাকরের কতা কইছিলেনা—

নির্মল ॥ হহ্ কইছিলাম, একশও একটা খুন হরি সে ঋষি বাল্মীকি হইছেলো—

দারোগ ॥ কতি পারো, সে কি কামে দস্যু হইছেলো—

নির্মল ॥ তাতো কতি পারি নে—সে যাই হোক, তুমি এত কি ভাবো—?

Scanned by CamScanner

দারোগ ॥ তুমি কি কিছুই জানো না দাদা—

নির্মল ॥ কিছু কিছু শুনছি—কিন্তু দাদা দুঃখ কষ্ট যে সহ্য হরতি পারে সেই খাঁটি মানুষ—তুমি ধয্য ধরো—

দারোগ ॥ ধয্য ধয্য—ধয্য কাক কয় দাদা জানিনে, তে গরিবির ঘরে জম্মিছি—নিজিউ গরীব মানুষ, মাওবাপ বিনা চিগিস্সায় মরি গেছে, খরায় ধান পুড়ি গেছে, বানে ধান ভাসে গেছে—খাওয়ার পাই নাই, ওষধ পাই নাই, দাঁত কামড়ি পড়ে থাকছি—কোনদিন তো চুরি হরি নাই—ও দাদা ধয্য কাক কয়—?

নির্মল ॥ তবু ধয্য ধরো—

দারোগ ॥ আর কত ধয্য ধরবো, চোখের পানি দিয়ে ধয্যের বাঁধ দিছি—এহন আর চখি পানি নাই—কান্‌তি পারিনে, আমার চোখদ্যা এহন আগুন বারায় গো দাদা—আগুন বারায়—(প্রস্থান)

নির্মল ॥ নোকটার যে কি হলো—আচ্ছা, আমরা তো ভাব জগতের মানুষ—মানষির দুঃখ কষ্ট দেকলি, আমাগোর কান্দন চাপে, দুঃখু নাগে—য়েচ্ছে হরে তার ইটু সিবা হরি। দারোগালী নোকটা এল্‌হাই কাঁদে এলহাই আগুনির মত জ্বলে ওঠে। কাঁনতি কাঁনতি দারোগালীর চোখির জল শ্যাষ, এহন বাড়াতেছে আগুন। বাহ, এটা ধাঁধা হয়ে গেল—জলের তলে আগুন জ্বলে। তালি আমি য়েচ্ছে হরলি দারোগালীর পালা রচনা হরতি পারি—মা সরস্বতী আশিব্বাদ দেও—(বাড়ীর সামনে আসে) মাগো, মা—এইযে আমি আইছি মা, দরোজা খোল—মাগো তোমার চরনের ধুলি ছেড়ি সন্তান কি দূরি থাকতি পারে—মাগো—(মালতী বেরিয়ে আসে—নির্মলের গলার মালা নেড়ে চেড়ে দেখে) মালাহ্যান দেখছেও মা—গতরাতি পুরস্কার পাইছি। মাগো, যহন তোমার চরন স্মরণ হরি পালা গায়ান শুরু হরলাম—সগল দর্শক শ্রোতাতো ভাবরসে গদগদ হয়া কয়, ধন্য, ধন্য নিম্মল, তুই ধন্য মায়ের ছেইলে—পায়ের ধুলে দেও মা—(প্রণাম করে চিত্ত উঠে আসে)

চিত্ত ॥ তাইতো কই ঘোমের মিদেন হ্যা নিম্মলের গলা শুনি!

নির্মল ॥ বাবা, আশিব্বাদ দেও—(প্রণাম) কেম্বে আছেও বাবা—?

চিত্ত ॥ ভালো কি নাখছিস কোনদিন—

নির্মল ॥ সামনে বষ্মার দিন, আর যাওয়া নাই। এহনতিন তোমার চোখির সামনেই থাকপো—এই দ্যাহো, নোতুন মার নেগে এটা কিষ্ণ ঠাহুরির পট কিনে আনছি—মা, এই দ্যাহো কিষ্ণ ঠাহুর ননী চুরি হরে খাতেছে— কত সোন্দর—ন্যাও—(মালতী নেয়)

চিত্ত ॥ মেলাডা জমজমাট নাগছেলো মনে হয়—

নির্মল ॥ কর্তারা ক'লো দশ বছরের মদ্যি এমন জোরের মেলা আর হয় নাই—মা, ব্যাগটা নাও (মালতী নিয়ে নেয়)

চিত্ত ॥ ঠাহুরির ছবি আনছিস ভালোই অয়ছে—এ বাড়ীতিন দেবতাগরে নামগন্ধ মুছেই গেছিলো—

Scanned by CamScanner

(মালতী ব্যাগের ভেতর থেকে শোলার মুকুট বের করে)

নির্মল ॥ হে—হে—তোমার ছেইলেতো ঐডেই মাতায় নাগায়া গায়ান গায়—

চিত্ত ॥ পালাগান শ্যায হয়েই রওয়ানা দিছিস ? (মালতী ঘরের ভেতরে যায়)

নির্মল ॥ হহ্ চলি আলাম—

চিত্ত ॥ তোর পাগলামী আর গেলোনা—নাত্তিরি বেলা আসার কি দরকার ছেলো—দিন-সুমায় ভাল না—পথে যেদি—বেপদআপদ হতো—

নির্মল ॥ মনডা যেদি বাড়ীর দিক ছোটে বাবা—আর ঠেহাতি পারিনে—

(মালতী সানকী ভরা পান্তাভাত আর গ্লাসে পানি নিয়ে আসে)

চিত্ত ॥ ঐ দ্যাখ কি যন্তনায় আমাক ফেলি দিছিস—সানকিৎ পান্তা নিয়ায়ছে—সারা নাত্রি হাঁটি আয়ছে—এহন পান্তা খা'লি ছেইলের নিউমোনি ধরবিন্যা—?

নির্মল ॥ দেও, দেও মা—

চিত্ত ॥ দ্যাহো পাগল ছেইলে-হাত মুখ ধোয় নাই—

নির্মল ॥ মাগো, হাতে ইটু জল দ্যাও তো—(মালতী জল ঢালে)

(আলো নেভে)

সন্ধ্যারাত। আকাশে চাঁদ। আলো আঁধারিতে চিত্তের উঠোনে গ্রামের মানুষ। তামাকের ধোঁয়ায় জমে উঠেছে নেশা।

গ্রাঃ বাঃ ১ ॥ ওদাদা, চেত্তদাদা—আর কতক্ষণ—

২ ॥ নিম্মল বাবাজী বলে গায়ান গায়া পুরস্কার পায়—

৩ ॥ তাই শুনতি আ'লাম—কেম্বে গায়ান গায়—

বুড়ো ॥ সেই যুগি অনন্ত বালার গায়ান—আহা-হা-নিমাইরে—কয়া যহন টান ধরতো —তুই কি দেহিছিস ?

চিত্ত ॥ কি ?

বুড়ো ॥ অনন্ত বালাক—

চিত্ত ॥ দেখছিলাম একবার—

বুড়ো ॥ আহা—বাপুরে—যহন হাতের মন্দিরাৎ ঝংকার দিয়ে ধরতো—ও যোগী ভিক্ষা দেয় না...(কাঁপাকাঁপা গেয়ে ওঠে—সাথে সাথে বাঁকা হয়ে দাঁড়ায়। পেছন থেকে একজন ছোকড়া এসে বুড়োকে জাপটে ধরে নাচে। মুখে বলে খালি গায়ান কি মানায়, ইটু লাচনা দেই—বুড়ো "হেই হেই" শব্দে লাঠি তোলে, ছেলেটি তাকে ছেড়ে পালায়)

বুড়ো ॥ কার ছাওয়াল রে—

চিত্ত ॥ ওযে আমারে হবিরদ্দির ছাওয়াল—

বুড়ো ॥ ও. হবিরদ্দির ছাওয়াল—উয়ের বাপেক সেদিন দেখলেম ন্যাংটা—আর ও আমার সাথে ইরকি মারে—

গ্রাঃবাঃ ২ ॥ তুমি চুপ করতো দাদা—

বুড়ো ॥ হেই বেহুদে—আমি কি তোর দাদারে—যে দাদা কস—

Scanned by CamScanner

১ ॥ তে কি কয়া ডাকপি—

বুড়ো ॥ ক্যা ; ভাই কয়া ডাকতি পারে না—আমি কি বুড়ে হয়া গেছি—

৩ ॥ তোমরা চুপ করতো, ভেজাল—।

চিত্ত ॥ নিম্মল, হেই নিম্মল—গায়ান শুনবি বুলে লোকজন আসে বসে নয়ছে—

নির্মল ॥ হেইতো আসতেছি—(ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, সবার মধ্যে গুঞ্জন ওঠে) মা, কই, মা—ওমা—

চিত্ত ॥ হেইরে মালতী ছেইলে তোর চিক্কুর দিয়ে মরে কানে যায় না তোর—(মালতী বেরিয়ে আসে—কুলার উপর ধান দূর্বা—প্রদীপ)

নির্মল ॥ মা। (মালতী কারো দিকে চায় না—তুলসী তলায় তার অর্ঘ্য দেয়)

চিত্ত ॥ হে-হে-কহন' হুর পুজে কহন—।

১ গ্রাঃ বাঃ ॥ রাত কিন্তুক মেলা হয়া যাতেছে—

২ ॥ হহ্—

৩ ॥ শুরু হরি দেও—

১ ॥ কিষ্ণ পালা—

২ ॥ নিমাই সন্নেসী—

চিত্ত ॥ আচ্ছা শুরু তো হোক—

বুড়ো ॥ কতা তোরা ইটু বেশী ক'স—গাতকের মনে যা কয়—তাই গায়ান—(নির্মল কাশি দেয়—থেমে যায় সব)

নির্মল ॥ ভদ্রজন, আজ সৌভাগ্যের রাত আমার। আসমানে চতুর্দশী চান্দ, আমার উঠেনে আপনেরা অতিথি। এই রাতির অন্ধকারে বনের নাম না জানা ফুল ঘিরাণ ছড়ায়—চোখের আবডালে কত ফুল ফোটে, কত ঝড়ে পড়ে—পাশেই দ্যাহেন আদুরে পদ্মা কিলান্ত হয়া পড়ে নয়ছে—নিঃশব্দে কাঁনতেছে বিগত যৌবনের কতা মনে করে—

বুড়ো ॥ আহা বাপুরে—পদ্মার সেকি তেজ—দুই মাইল ফাঁহেত্তিন গজ্জন শোনা যা'তো—

নির্মল ॥ যা হোক, আজ এই সোন্দর রাতে আপনেরা আমার অতিথি। ঐ আমার সরস্বতী মা বসে আছেন। আজ এই জোসনা রাতে একটা দৃশ্য কল্পনা হরেন। এই খানে অথৈ জল, জল ছাড়া চতুর্দিকে কিছু নাই—মাঝখানে পদ্ম কমল ফুটে আছে তার মাঝে মা আমার বসে আছেন। মায়ের হাতে আছে বীণা, মৃদু-মন্দ বাতাসে বীণায় ঝংকার ওঠে...(আবেগে করজোড় মাথায় ঠেকায়—বন্দনার সুরে গায়)

বিদ্যা বিনোদিনী
জ্ঞানদায়িনী, বীণাপানি মা,
জীবন ধরিয়া, তোমারে জপিয়া
পিপাসা মিটিলোনা—।

তোমার সমুখে দাঁড়ায়া আছি মা, এই অধম ছেইলেডার পানে চাও। করজোড়ে দাঁড়ায়া আছি মা, হৃদয় খুলে দাঁড়ায়া আছি মা, অন্ধকার হৃদয়ে আমার আলো

Scanned by CamScanner

দেও। মাগো, তোমার সামনে আরো সন্তানেরা বসে আছে, তা'রে আশিবাদ দেও—মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব হোক—আমরা সুখে দুখে তোমারই সন্তান মা—

ভদ্রজন,

আপনেরা এয়েছেন গায়ান শুনতি—কিন্তুক—

কি বলিবো গা'ন
আমি, কি বলিবো গ'ান
বনের পংখী খাঁচায় বন্দী
মনডা আনচান।

আমি বনের পংখী। গান গাই পরানের আবেগে। সে গায়ান ভালো হয় কি জানিনে, তবে ভদ্রজন, বনের বিরিক্ষ জানেনা তার ফুলের সৌরভ, জানেনা তার লতায় পাতায় যে ফল জন্মে তা বিষলফল না অমেত্য ফল—

ও ভাই—
তোমার দেহের মধ্যে আরেক দেহ আছে
তোমার চোখের মধ্যে আরেকটা চোখ আছে
তোমার মনের মধ্যে আরেক মানুষ আছে
সে মানুষ অরূপ রতন
সে মানুষ অরূপ রতন... ॥

তাই ভাবি মানুষের অন্তরে তো সুন্দর মানুষ বাস করে, ভগবান বাস করে, তাও কেনে এত যন্তনা। মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি যারা বলেছিলো—তারাও যিন কেম্বে হয়া গেছে। তে যাই হোক—ধর্মজ্ঞানে কয়, মনের মধ্যে যার সোন্দর, জগতে সেই সোন্দর মানুষ—

৩ গ্রাঃ বাঃ ॥ এই কি গায়ানের ছিরি—

নির্মল ॥ বনের পাখীরে গাইতে দেন বাবা—

বুড়ো ॥ হেই, ইডা কি টেঁডি ছেরির লাচনার আসররে—ইডা ভাব সাগর—

নির্মল ॥ পায় ঘুঙুর বাঁধে লাচে লাচে গায়ান শোনাবো বাবা, যদি এই দেশে তেমন দিন আসে—বোঝলেন ?

বুড়ো ॥ হুহু—বুঝিস ব্যাটা ই-কতার মানে—? দ্যাশে শান্তি নাই—

নির্মল ॥ দ্যাশে শান্তি নাই—

সুখ নাই,
খাঁটি সোনার চায়া খাঁটি
সে দ্যাশেরই মাটি—ওভাই,
সেই দ্যাশেতে শান্তি নাই

বোঝলেন, শান্তি নাই—মানব প্রেম হলো শান্তির চাবিকাঠি, মানব প্রেম নাই—জগতে শান্তি নাই। যা হোক ভদ্রজন, পালাকার দ্বিজবংশীদাশ চরণ স্মরণ—মা সরস্বতী সামনে—আজ পালা শোনাবো শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন—

সমবেত ॥ বাঃ বাঃ বাঃ

Scanned by CamScanner

নির্মল ॥ কিন্ট ঠাহুর ননী চুরি হরে খায়—মা যশোদা টের পায় না, কিডা খায়—। ইতিমধ্যে সে ননী খাতেছে—মা যশোদা ধরে ফেল্লো—কিন্ট ঠাহুরির কান ধরে প্রহার করতি নাগলো—কিন্ট ঠাহুর তহন কাঁনতি কাঁনতি কয়, কি কয়—?

আর আমায় মারিসনে মা
বলি তোর চরণ ধরে
ননী চুরি আর করবো না।
যদি আবার মারিস মাগো
আমি দেহ ফেলে চলে যাবো
আমি বিশ্ব ভুবন ছেড়ে যাবো
তোর কোলে আর রবোনা ॥
যদি আবার মারিস মাগো
আমি পরের মাকে মা বলিবো,
তোর দুধের ঋণকে ভুলে যাবো
মা বলে আর ডাকবো না ॥

(গানের মধ্যে দারোগালী প্রবেশ করে। তার মধ্যে যন্ত্রণার প্রকাশ পায়। গানের মজলিশে কেউ তা লক্ষ্য করে না)

(আলো নেভে)

(লোকমান মণ্ডল, আলেপ ও নুশাই কথা বলতে বলতে প্রবেশ করে)

লোকমান ॥ নারে আর দেরী হরা যায় না—মানষিক কওয়া নাগে—

নুশাই ॥ কোন কতা—?

লোকমান ॥ ধরেক জটে হলদার, রাহাল হলদারেক টাহা দিছি আজ দুই বছর। যা নাভ হয়—মেলা হয়া যায়। বন্দকির দলীল নেহা আছে, দুই বছরের মধ্যি নাভ শুদ্ধে টাহা শোধ না দিলি—জমি আমার—

আলেপ ॥ জমি তো আপনেরই—

নুশাই ॥ এহন দহল নেবো কবে তাই কন—

আলেপ ॥ হক্‌নক্‌ হরে কোন কাম হরতি নাই—

লোকমান ॥ তা ঠিক। এ সব হলো গই গেরামের চালাকী—সাপের বিষির নেগাল। টুকুস হরে কামড় দেলাম—মালুম হলে না—সেই বিষ আস্তে আস্তে—

নুশাই ॥ ছাড়া যায়—

আলেপ ॥ শ্যাষতক মারা যায়—

লোকমান ॥ এগুনে আমার চিন্তে না—বড় চিন্তে শালা দারোগ—

আলেপ ॥ গাঁও ছাড়ি চলি গেছে—

লোকমান ॥ কোনে গেছে—?

আলেপ ॥ দ্যাহা সাক্ষাত হয় না—

Scanned by CamScanner

লোকমান ॥ কিন্তুক মনের মিদের আমার ভয় জমেছে—

নদশাই ॥ মণ্ডল বাই, নোতুন ভাবীডা ভালো না—

লোকমান ॥ ভালোই খেদমত টেদমত হবে, সেদিন আবার এটা এণ্ডিয়ার শাড়ী আনে দিছি—

নদশাই ॥ আপনে ছাড়ি দিলিই—আমি নয়ে নেবো—

লোকমান ॥ (হঠাৎ গলা চেপে ধরে) কি ক'লি—।

নদশাই ॥ না-ক'তেছি—

আলেপ ॥ ও শালা বেন্দপ এটা—বোঝে না, আমি কি ও কতা কই—

লোকমান ॥ আর ক'বি—?

নদশাই ॥ তওবা হরতেছি—আর জেবনেও কবো না।

লোকমান ॥ আবার যেদি কোন দিন এই কতা ক'স—তোর জিব্বা টানে ছিঁড়ে ফ্যালবো —(চিত্ত জাল টুকরী নিয়ে বেরোয়) আরে চেত্ত যে—কেম্বে আছেও—?

চিত্ত ॥ এইতো মণ্ডলদাদা, বলোই আছি—

লোকমান ॥ নোতুন বৌদি কেম্বে গো, নজ্জায় যে কতাই কয় না—

চিত্ত ॥ বদবা, কতা কতি পারে না—

লোকমান ॥ তালি তো মদশকিল—

চিত্ত ॥ ছেইলেডার সাথে মদদর সম্পক্ক—

লোকমান ॥ গায়ান গা'তি গেছেলো—আয়ছে না—?

চিত্ত ॥ আয়ছে—মেলাত্তিন মার জন্যি আবার এটা ঠাহদর দেবতার পট কিনে আনছে—

লোকমান ॥ মদদর সম্পক্ক—ভালো—না কি ক'স তোরা—?

আলোপ নদশাই ॥ হয়, হয়—বালো—।

লোকমান ॥ তে যাই কসরে চেত্ত, যাতরা গায়ান যারা হরে, তাগরে আমার বিশ্বেস হয় না--

চিত্ত ॥ কি রহম, ঠাহদর দেবতার গায়ান গায়, বিশ্বেস অবিশ্বেসের কি আছে—

লোকমান ॥ ঐ তো কিষ্টদ ঠাহদরির গায়ান গাতি গাতি নিজিই কিষ্ট হয়া যায়—

চিত্ত ॥ না দাদা, কতাডা ঠিক না—

লোকমান ॥ হেহ্ মিয়ে মানষির মন—।

আলেপ ॥ দেবতারাও বদঝতি পারে না—

লোকমান ॥ আমার কিছদ কওয়ার নাই—যাইরে—(লোকমান, আলেপ, নদশাই এক দিকে চলে যায়)

চিত্ত ॥ ধদর, এই এটা কতা হলো—(নদীর দিকে যায়)

(মালতী ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তার হাতে শিশদ কৃষ্ণের ছবি। নির্মল প্রবেশ করে)

নির্মল ॥ ঠাহদর দেবতার ছবি দেখছ্যাও মা, দ্যাহো—। যার অন্তরে দেবতার ছবি নাই, তার জেবনে কিচ্ছদ নাই। বোঝলে মা, ঠাহদর দেবতা হলো মানব জেবনের আদশ। তারা কি করিছে না করিছে, তা যেদি আমরা অনদসরণ হরি, তালি আমাগরে সদংসার সদকশান্তিৎ ভরে যাবি। দাঁড়াও, আমি কত্যাছি—এই ধরো

Scanned by CamScanner

আমরা মা নক্ষীর পুজে হরি—কি কামে? মা'তে আমারে সুংসার ধনেমানে ভরপুর হয়। তে মাগো, আজকালকার মানুষ খালি মা নক্ষীর পুজেই হরে—মা' নক্ষীর মত চিন্টা হরে না কেম্বে হরে সুংসারের উন্নতি হবি। মা নক্ষী ছেলো মা নক্ষীই—সে খাওয়ার চালিত্তিন একমুঠ চাল বাচাতো—ডালের তিন ডাল বাচাতো, ঘরের আশেপাশে নাউ কুমড়ের গাছ নাগাতো। আজকালকার মেয়িরা সে সব কাম কাজির মন্দি নাই—খালি পুজে হরে, আরে বাপুরে পুজেদ্যা কি কাম হয়। নিজির জেবনে সুক শান্তি পাতি হলি কামকাজ করতি হয়। তালায়, চালডাল বেচে খালি সিনেমা দ্যাহা আর আলতা সোনো কিনা। তোমার পাগল ছেইলেডার কতা শুনে হাসতিছ্যাও—আমার খুব খারাপ নাগে, রেচেছ হরে এমন একটা পালা রচনা হরি—যার মিদেন ঘর গিরস্থালীর কতা থাকপি—জেবনের সুক শান্তির কতা থাকপি। আমি দ্বিজবংশীদাসের মতন গায়ান গা'বো, দর্শাগরা-মের মানুষ শুনবি—ভাবরসে গদগদ হয়া রাতারাতি ভালো হয়া যাবি। বাংলা-দেশের সগল মাওবুন নক্ষী হয়া যাবি, সগল পুরষ্যা মানুষ নক্ষনের মতন ভাই হবি। (মালতী কৃষ্ণের ছবি নির্মলের পাশে নিয়ে দেখে) কিগো মাও জননী, কি? কি দ্যাখছ মা—ও মা, কি দ্যাখছ—?

(আলো নেভে)

(রাত। লোকমান মণ্ডল, আলেপ ও নুশাই আসে)

লোকমান ॥ তোরা খালি আমার খায়াই গেলি, নেমক হারামের বাচ্চারা—

আলেপ ॥ কি হরলাম আমরা—

লোকমান ॥ কি হরিস নাই—ঐ হারামীর বাচ্চারা, সেদিন না কইছিলি দারোগ গেরাম ছাড়ি চলি গেছে—কিন্তুক নিজি চোক্ষি তারে দেখছি—

নুশাই ॥ কোনে, কোনে—?

লোকমান ॥ নিশিরাতি সে আমার ঘরের কাছে আইছেলো, উঁকি দেছিলো—হেই বেটারা, রাতির বেলা আমি পেচ্ছাব ফিরতি বাড়াতি পারিনে—আর তোরা উবদ্যা হয় ঘোম পারিস—

নুশাই ॥ আমি চিৎ হয়া—

আলেপ ॥ আমি কাত হয়া—

লোকমান ॥ কি?

আলেপ নুশাই ॥ ঘোম পারি—

লোকমান ॥ চোপ বেদ্দপ। আমার জেবনে সুকশান্তি নাই—আর উনারা ইরকি মারে। আজ রাতির মন্দি ধরতি হবি। ঘোম পাড়তি পারিনে—চোখ বন্ধ হরলিই ঐ দারোগ বেটারে দেহি—ঝগঝগা এটা দা'উ নয়ে নাফায়া পড়ছে গার উপের—ভয়ে চিল্লুর মারি—হেই বেটারা বুঝিসনে হ্যা—?

নুশাই ॥ ঘরে আমার নোতুন বউ—

আলেপ ॥ আজরাইল পাছে নাগেছে মণ্ডল বাই—আল্লার কবজ গলায় নেন—

লোকমান ॥ চোপ বেটা—তাবিজ কবজের কতা কয়—ভাত কাপড় টাহা পয়সা দ্যা তোগরে পদ্মি হ্যা—আমি চাই বাঁচতি, জেবনডাক ভোগ করতি—হ্যানে তাবিজ কবজের কোন দাম নাই—

আলেপ ॥ আজরাইল যদি আসে—আমরা কিদ্যা ঠেহাবো—

নদ্দশাই ॥ আমরা কি হরতি পারি—।

লোকমান ॥ কি হরবি মানে—বাঁশের নাটিদ্যা আজরাইল ফিরায়ে দিবি। মনের মিদেন যে অশান্তির গাছ হয়ছে তা উপরাতি হবি—

নদ্দশাই ॥ কেম্বে হরে কন—?

আলেপ ॥ বেপদের কতা—

লোকমান ॥ আমি অতোশতো বদ্ধিনে—রাতভর আমার বাড়ীর চাদ্দিক পাহারা বসা—সারা গাঁয় টহল দে—দারোগালীকে আমার চাই—(সবার প্রস্থান—নির্মল প্রবেশ করে)

নির্মল ॥ ইরা চেঁচামেচি হরি কি হয়! ওহো, দারোগালীর নগে তো ইয়েরে যদ্ধ চলতেছে—দারোগালীক মারি ফেলতি চায়—। এ বেটা জালেম, কংসরাজ! এই গিরামে হাজার দদ্ধই নোক, তার মিদেন এটা নোক খারাপ হয়া—গিরাম গিরাম শদ্ধেধ জ্বালা খা'লো। তালিতো এটা কাজ করতি হয়, মন্ডলের ব্যাটাক ভালো বানাতি হয়। নোকটা ভালো হলি গিরামডায় সদ্ধখ শান্তিৎ ভরে উঠপি—মাগো, আশীব্বাদ দেওগো মা, যাতে এই নোকটাক ভালো বানাতি পারি—মানষের বদ্ধ বানাতি পারি—আশীব্বাদ দেওগো মা, আশীব্বাদ দেও—(চিত্ত প্রবেশ করে)

চিত্ত ॥ আঁধারে খাড়ায়া কি কস—?

নির্মল ॥ মানষের সদ্ধখ শান্তি চা'তেছি বাবা—

চিত্ত ॥ অ। দারোগালী কোনে থাহে জানিস নেহি ?

নির্মল ॥ তাতো জানে—ক্যানে ?

চিত্ত ॥ ইটদ্ধ দরকার ছেলো—

নির্মল ॥ কি দরকার ছেলো বাবা—

চিত্ত ॥ ছেলো ইটদ্ধ দরকার—।

নির্মল ॥ ঐ যে আসতেছে—বাঁচপি মেলা দিন—(দারোগালীর প্রবেশ)

দারোগ ॥ অতোবড় বদদোয়া দিচ্ছেও হ্যা ?

চিত্ত ॥ দারোগালী তোক খুঁজতেছি—

দারোগ ॥ আমি আবার এটা খোঁজার মানদ্ধষ হলাম নেহি—!

নির্মল ॥ পাগল চান্দ দাদার ত্যারা কতা আর গেলোনা—বাবা তোমাক খুঁজতেছে—কি কামে খুঁজতেছে, ইটদ্ধ শদ্ধনবেতো—

দারোগ ॥ আচ্ছা কও দেহি চেত্ত কাহা—(বসে পড়ে)

দারোগ ॥ কিলান্ত কিলান্ত নাগতেছে—

চিত্ত ॥ সত্যি হরি এটা কতা কবি—

দারোগ ॥ জেবনে মিছে কতা কইছিনা—!

নির্মল ॥ তুমি বেশী কতা কও—

Scanned by CamScanner

চিত্ত ॥ সত্যি হরি ক'তো—কয়দিন খাসনে—?

দারোগ ॥ দুইদিন—(চিত্ত ঘরে যায়)

নির্মল ॥ দুইদিন। জলডাওনা— ?

দারোগ ॥ পানি, গাঙের পানি খাইছেলাম—

নির্মল ॥ জল। মা গঙ্গার অমেত্য—সত্যযুগ হলি কিছু নাগতোনা—কলির যুগ, দেবদেবীরা সব ফালায়া সগে চলি গেছে (চিত্ত বেরিয়ে আসে, হাতে ভাতের সানকী)

চিত্ত ॥ হেই নিম্মল, উয়্যাক সাথে নিয়ে এদিক আয়—

নির্মল ॥ দাদা আসো—(তারা এগিয়ে যায়)

চিত্ত ॥ হাপুস হুপুস হরি চাড্ডে খায়ানে—

দারোগ ॥ চেত্ত কাহা—

চিত্ত ॥ আঁধারেও বুঝতেছি, তোর চোক দুডে ছলছল হরতিছে—ওসব বাদ্দে—চাড্ডে খায়ানে—

দারোগ ॥ এহ্যানে খাওয়া যাবিনে, ভাত চাড্ডি গামছায় বাঁধে নিই পরে খাবোনে—

চিত্ত ॥ হুঁ হুঁ তাও নিতি পারিস—নে গামছা ধর—(গামছায় ভাত বেঁধে নেয়)

নির্মল ॥ পাগলচাঁদ দাদা, তুমি দৈনিক নাত্রি বেলা চাড্ডে ভাত নিয়ে যায়ো—

দারোগ ॥ নিম্মলদাদা, তিরিশ বছর বয়সের মিদেন কেউ আমাক এমন হরি কতা কয় নাই। সোয়াগ পালি আনন্দ নাগে, কিন্তুক আজ আমার বুক ভাঙি কান্নন আসতেছে—কেনে ?

চিত্ত ॥ ও দারোগ রাতবিরেতে সাবধানে থাহিস—

নির্মল ॥ তোমাকক'ল মারি ফালাতি চাচ্ছে—

দারোগ ॥ আমি জানি—

চিত্ত ॥ এটা কতা তোরে না কয়া পারিনে—মন্ডলের বাড়ীৎ রাতবিরেতে যাস ক্যানে—

দারোগ ॥ ছোটকালে এটা ঘুঘু পক্ষী মারছেলাম বাটুলদ্যা—তারপর কদ্দিন যে দেখছি, আরাটা ঘুঘু পক্ষী আমার ঘরের চালের পর সহাল সন্ধেৎ বসি বসি থাকতো—লম্বা সুরি ডাকতো—কাহা, মন্ডল বাড়ীর চার দেউরির মদ্দি আমার পরাণডা আটকি আছে—আমি না যায়া পারিনে—

নির্মল ॥ কান্দোনা কাহা—

চিত্ত ॥ আর যাসনে—

দারোগ ॥ আর যাবোনা—ক্যানে যাবো, ক্যানে যাবো কন, সে তো মরি গেছে—
(দূর থেকে—পাহারাদারের আওয়াজ আসে।)

চিত্ত ॥ মন্ডলের নোক আসতেছে—চলি যা—(তাড়াহুড়া করে দারোগ পালায়, অন্ধকারে প্রহরীদল ছায়ার মত হেঁটে যায়।)

(আলো নেভে)

Scanned by CamScanner

(পালা রচনার উদ্দেশ্যে নির্মল ভাবছে। প্রকৃতির কাছে সে তার কাব্য শক্তি কামনা করে।)

নির্মল ॥ মা গঙ্গা, তোর বুকি গরম বাতাস শেতল হয়—মাঠেঘাটে দুব্বা ঘাসেত্তিন বট-গাছ পর্যন্ত জলরূপী প্রাণ দান হরিস। আমার পরাণে ইটু ভাবরস দে মা—আমি দারোগালীর পালা রচনা হরতি চাই—যে গায়ান শুনে সগল দুষ্ট মানুষ ভালো হয়া যায়—(লোকমান, আলেপ ও নুশাই প্রবেশ করে)

লোকমান ॥ কি ভাবো গো বংশী ঠাহুর—

নির্মল ॥ দ্বিজবংশী দাসের কতা কচ্ছেন— ?

লোকমান ॥ যা ভাবো তাই—

নির্মল ॥ নজ্জা দেবেননা কাহা, দ্বিজবংশী দাসের শ্রীচরণ এই বুহিৎ ধারণ করিছি। (কিছু মনে পড়ে) ওহো, এটা কতা কওয়ার য়েচ্ছে ছেলো—

লোকমান ॥ কাক— ?

নির্মল ॥ আপনেক—

লোকমান ॥ বিয়ে হরবি— ?

নির্মল ॥ কিযে কন—

লোকমান ॥ তে— ?

নির্মল ॥ আপনেরা জ্ঞানীবান মানুষ, আপনেরে কাছে অনেক কিছুই শিক্ষের আছে—

নুশাই ॥ দেরী হয়া যাতেছে—

লোকমান ॥ হহ্, তাড়াতাড়ি কও—

নির্মল ॥ আচ্ছা, ভগবান তো আপনেক অনেক সয়সম্পত্তি দিছে—তাইনে ?

লোকমান ॥ কই আর দিলোরে—সামান্য কিছু আছে—কোনমতে চলি—

নির্মল ॥ ইরা দুইজন আপনের সাথে কি হরে কাহা— ?

লোকমান ॥ ইয়ের নাম আলেপ—

আলেপ ॥ আমি মন্ডল বা'র ক্ষ্যাতকিষিণ দেহি—মাঠ রাহাল, আর তাবিজ কবজ বেচি—কবরেজি হরি—

লোকমান ॥ হয়, ভূতির কবরেজ—উয়ের নাম নুশাই—

নুশাই ॥ আমি হাটে তোলা তুলি—

নির্মল ॥ তালি কাহা, আপনের জমি আছে কত বিঘে ?

লোকমান ॥ সামান্য—শও তিনেক বিঘে—

নির্মল ॥ তিন শও বিঘে। তাও চলেনা—

লোকমান ॥ নাহ্—সুংসার বড়ো—

নির্মল ॥ কত মানষের তো জমিই নাই—তাগরে তো চলে—আচ্ছা আপনে এক কাম হরেন—

লোকমান ॥ কও, কি কতি চাও— ?

নির্মল ॥ গিরামের মানুষ তো আপনের পর সুখি না—

লোকমান ॥ কি এতোবড় কতা তুমি কতি পারলে— !

Scanned by CamScanner

নির্মল ॥ আমার যা মনে হয় তাই কর্তেছি। কাহা, আপনের সব জা'গা যেদি গাঁয় সগল মানুষকে ভাগ করি দেন—।

লোকমান ॥ এহ, জবর বুদ্দি দিছ্যাও, যাতে কালকেত্তিই ভিক্ষে হরে খাই—শালা পাগল কোনেহর—।

নির্মল ॥ আপনে কি রাগ করতেছেন—?

লোকমান ॥ না তোমাক সোয়াগ হরতিছি—।

নুশাই ॥ } —
আলেপ ॥ } হে—হে—হে—

নির্মল ॥ আপনেরা হাসতেছেন হ্যা—?

নুশাই ॥ কই হাসতেছি—।

আলেপ ॥ কই—।

নির্মল ॥ কাহা, রাজা হরিশচন্দ্রের পালা শোনেন—হরিশচন্দ্র সব কিছু দান হরছেলো—সেই যে, রাজা হরিশ চন্দর ডোম, আহাশ মেঘলা—ঝাপুঝুপুর হরে বিষ্টি পড়তেছে—মরা ছেইলেডাক কোলে হরি—

লোকমান ॥ চোপ বেটা রামছাগল, রাজা হরিশ চন্দর দান হরিছেলো বলে আমাকো সব দান হরনোগবি—আয়রে—(যেতে থাকে সদলবলে)

নির্মল ॥ কাহা, আপনে যদি বালো হন, তালি গিরামে সুখ শান্তি আসে—

লোকমান ॥ কি ক'লি—?

নির্মল ॥ মরা ছেইলেডাক কোলে হরি—আ'লো হরিশ চন্দের বৌ—পোড়াতি আয়ছে—

লোকমান ॥ হোর বেটা পাগল ছাগল (ঘাড় ধরে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়) নিজির বুড়ে বাপেক বিয়ে দিয়ে ফষ্টি নষ্টি হরে—আবার আরেক জনকে বুদ্দি দিতি আসে—আরে, আগে নিজি ভালো হ—।

নির্মল ॥ কি কল্যান—ঐ কুতাডা আর কয়েনা কাহা—।

লোকমান ॥ ক'বি লয়—অকাম কুমাম হরবি আর ক'বি লয়! সাবধান—যেদি কোনদিন হাতেনাতে ধরি, সং মা-র নগে নিহে দিয়ে দেবো—।

নির্মল ॥ চোপ, চোপ—(রুখে দাঁড়ায়)

লোকমান ॥ কি হরতেছিস তোরা হেই বেটা ঘুড়ার বাচ্চা ঘুড়া—(আলেপ ও নুশাই মিলে নির্মলকে মারপিট করে ফেলে দেয়) আয়রে তোরা—(গ্রামের পথ ধরে তারা আসে চিত্ত হলধরের বাড়ীর সামনে) হেই চেত্ত, চেত্ত, হেই বেটা চেত্ত—(ঘর থেকে চিত্ত বেরিয়ে আসে)

চিত্ত ॥ কিগো মন্ডলদাদা, বাড়ীঘর মাতায় তুল্লে যে—।

লোকমান ॥ তোক বড় বিশ্বেস করিছিলেমরে হারামজাদা, মীরজাফরের বাচ্চা—

চিত্ত ॥ অতো রাগ করি কতা কও কি কামে—?

লোকমান ॥ রাগ করবিনে, যে দারোগালীর সাথে আমার গোলযোগ, যে দারোগালী আমার জেবনের শত্তুর হয়া খাড়ায়ছে—তাক রাতি রাতি ভাত খাওয়াস, আমার বিরুদ্ধি ষড়যন্ত্র পাহাস না—!

চিত্ত ॥ কিডা কয়ছে তোমাক—

Scanned by CamScanner

নদশাই ॥ আমি নিজি চোহি দেহিছি—

আলেপ ॥ আবার গামছায় ভাত বাঁধি দেয়, ঘরের নিদেন আনাগোনা হরে, বউদ্যা বিবসা খোলেছে—

চিত্ত ॥ আলেপ চোপ কর শালা—

লোকমান ॥ আবে, তুই চোপ কর—তোর বিয়ের সদমায় আমি যে টাহা পয়সা খরচ হরিছি—ফেরৎ দে, হারামজাদা। এরে আলেপ নদশাই, এইসব নেমকহারামগরে সদযোগ সদবিধে দিয়ে কি নাভ—আজ সব ব্যাটাক নাবা দে, ঘাড় ধরি ধরি নাবা দে—চদপ মারি গেলি হ্যা—টাহা ফ্যাল—

চিত্ত ॥ যহন হয় দেবো—

লোকমান ॥ টাহা আমার এহনি চাই—হেই নদশাই, উয়্যার জালডা নিয়ে নে—(নদশাই যেতে থাকে)

চিত্ত ॥ জালে হাত দিসনে, জালে হাত দিসনে নদশাই—

লোকমান ॥ জালডা নে আগে, তারপর শালার বিচের—

চিত্ত ॥ কিসির বিচের, বিচের কিসির ?—জালে হাত দিসনে—(নদশাইকে ধাক্কা মারে ; মালতী দরোজায় দাঁড়ায়)

লোকমান ॥ মার শালা হলদারেক—(নদশাই, আলেপ মারতে থাকে—মালতী দৌড়ে আসে—মন্ডলের পায়ে পড়ে) থাকরে থাক—চেত্তরে, তোর বউডা বড় সোন্দর—

চিত্ত ॥ বউ নয়ে কতা কয়োনা শদয়েরের ছাউ—

লোকমান ॥ মানযে কয়, তোর ছেইলের সাথে নেহি উয়্যার খারাপ সম্পক্ক আছে—।

নদশাই ॥ আমি দেহিছি—।

আলেপ ॥ আমিও—।

চিত্ত ॥ চোপ মারি যা হারমজাদা—

লোকমান ॥ বিচারের দিন পেরমান হবি—চলরে—টাহাদ্দা জালডা নিয়ে আসিস—আবার ঐদিক দহল নিতি হবি চল—(তারা সবাই চলে যায়। মালতী দাঁড়িয়ে—চিত্ত উঠে আসে তার দিকে)

চিত্ত ॥ আমিও তো দেখছি মাথায় মদকুট পরা দিতি—কিন্তুক মালতীর শইলে যে আগদন জদলতেছে, সেহেনে আমি কিছদনা—এই যে আমি কেঁম্বে বদড়ে হয়া গেছি—গার চামড়া ঝদলি ঝদলি পড়তেছে—গাঙের জলে ভিজে আর রোদ নাগি নাগি চামড়া পদড়ি কালা হয়া গেছে—নষ্ট হয়া গেছে—আমাক এটা জদয়েন মেয়ি ভালোবাসতি পারে না—আমি বদড়ে হয়া গেছি—অচল হয়া গেছি—আচ্ছা আমার নিম্মলডা কি অতই খারাপ ছেইলে—নাতো সেতো খারাপ ছেইলে না—না—না আর ভাবতি পারিনে—কিন্তুক আমি যাই হই—আমি তার সোয়ামী —আমাক তার দেখতিই হবি—আমাক ভালোবাসতিই হবি—হেই হারামজাদী—(হঠাৎ মালতীর চদল চেপে ধরে) আজ তোর কতা ক'তি হবি—তোর মনের কতা ক'তি হবি, আমাক ভালোবাসিস কিনা তা ক'তি হবি—মানযের সামনে—সগল মানযের সামনে তোর কতা ক'তি হবি—বিচেরের সামনে সব ক'তি হবি—(মারধর শদরদ করে) কতা ক, কতা ক—(ছাড়া পেয়ে মালতী ছদটে ঘরে চলে যায়। চিত্ত ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে।)

Scanned by CamScanner

(নির্মল কাঁদতে কাঁদতে মঞ্চে প্রবেশ করে)

নির্মল ॥ মাগো, মাগো, এই দ্যাহো তোমার ছেইলের গায় মারির দাগ—তোমার ছেইলে কানতেছে—। মানষেক ভালো কতা ক'তি নাই মাগো—মানষেক ভালো কতা ক'তি নাই—ও বাবা, বাবা—(চিত্ত কোন কথা বলেনা) মা, ওমা, মানুষেক ভালো কতা ক'তি নাই—(সে ঘরের ভেতরে যায়—অকস্মাৎ চীৎকার করে ওঠে) বাবা, মা ফাঁসী নেছে—ফাঁসী নেছে—

চিত্ত ॥ ফাঁসী নেছে—(ঘরের দিকে যেতে থাকে)

(আলো নেভে)

(চিত্ত জেলের উঠোন। বাঁশীতে পূরবীর আলাপ ভেসে আসে—সময় সন্ধ্যা। দারোগালী নদীর দিকে তাকিয়ে আছে।)

নেপথ্য

বর্ণনা ॥ নদীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দারোগালী। মালতীর চিতা সাজানো। এখান থেকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, নির্মল নুব্জ দেহে চিতায় আগুন দেয়। মালতীর চিতায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। দারোগালী ভাবে, তার ঘর যেমন জ্বলেছিলো আগুনে, মানুষের শরীরও তেমন করেই পোড়ে—তেমনি করেই ধুঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে উপরে উঠে যায়। আগুনের জিহ্বায় ভস্মিত হয় স্বপ্নের ঘর—এমন জীবন। এতদূর থেকেও আগুনের আঁচ এসে লাগে শরীরে। দারোগালী দেখে, সবুজ গ্রাম, কাকচক্ষু নদী, নীলনীলাভ আকাশ—সব কিছুতেই যেন ধিকি ধিকি আগুন। দূরের অশ্বত্থ গাছ, আধো অন্ধকারে বিশাল কদাকার মানুষের মুখের মত মনে হয়। চমকে ওঠে—ঠিক যেন লোকমান মন্ডলের বিশাল মুখ। প্রচণ্ড আক্রোশে হাতের দা ঘুরায় নিজের অজান্তেই। পাগলা কুকুরের মত হাঁপায়—অবসন্ন হাত তার ঝুলে পড়ে। হাতের দা'টা যেন প্রচণ্ড ভারী হয়ে গেছে, বিস্ময়ে চোখ ঠিকরে ওঠে—হাতের দা'টা যেন ক্রমশ বড় হচ্ছে, ক্রমশ ভারী হচ্ছে—ক্রমশ বড় হচ্ছে...

(ভারী কিছু ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে—হাত থেকে দা'টা পড়ে যায়—বসে পড়ে দারোগালী। ক্লান্তভাবে পা টেনে টেনে প্রবেশ করে নির্মল ও চিত্ত। হতাশ ভঙ্গীতে বিক্ষিপ্তভাবে বসে পড়ে, কেউ কারো সাথে কথা বলে না। বনের ঝিঁঝিঁও ডাকে না—আকাশের নক্ষত্ররাও উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখে এদের। এমন সময় দারোগালী উঠে দাঁড়ায়—যেতে থাকে—)

নির্মল ॥ কোন্ যাও—?

দারোগ ॥ মন্ডলের বাড়ীৎ—।

নির্মল ॥ খাড়াও—(বেড়া থেকে খুলে নেয় কোঁচ)

(বনের ঝিঁঝিঁরা ডেকে ওঠে—মঞ্চ আঁধার হয়ে আসে)

যবনিকা

Scanned by CamScanner